শ্রীচৈতন্য শতক

শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ প্রবর
শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য বিরচিত

অপ্রকাশিত ও দুঃষ্প্রাপ্য প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচার মূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

● শ্রীপাদঈশ্বরপুরী ●

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্য জগতের এক অভিনব অধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্য। সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে প্রভূত গ্রন্থরাজী। যাহা বৈষ্ণব ঐতিহাস, সাহিত্য ও দার্শনিক চিন্তাধারার পরিপূরক। ঐ সকল গ্রন্থাবলী অধুনা দুঃষ্প্রাপ্য বললে অত্যুক্তি হয় না। তাই সে সকল অপ্রকাশিত ও দুঃষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী জনসমক্ষে প্রতিভাত করিবার জন্য এই "শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী" নামক পত্রিকা প্রকাশের প্রয়াস। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর যাবৎ এই পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। প্রাচীন গ্রন্থ ও গবেষণা মূলক ঐতিহাসিক তথ্যাদি প্রভূত প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। আপনি বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা প্রদানে এই পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হইয়া প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচারের সহায়তা করুন। সম্ভব হলে এককালীন দুইশত টাকা পাঠিয়ে পত্রিকার আজীবন সদস্য হউন।

যোগাযোগ—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্য ডোবা

পোঃ- হালিসহর, ২৪ পরগণা (উঃ)

॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরনম্ ॥

॥ শ্রীচৈতন্য শতক ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ প্রবর

শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিত

ভট্টপল্লী নিবাসী

প্রয়াত শ্রীরামদয়াল ঘোষ কর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট।

শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ—হালিসহর উত্তর ২৪ পরগণা, ॥ পশ্চিমবঙ্গ ॥

প্রকাশক—
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী।
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট।
শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ—হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা।

প্রথম সংস্করণ—
১৪০৫ বঙ্গাব্দ, ৩০ চৈত্র, বুধবার।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী। শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ—হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা। পশ্চিমবঙ্গ, ফোন—৫৮৫০৭৭৫।

২। মহেশ লাইব্রেরী। ২/১ শ্যামাচরন দে ষ্ট্রীট, কলি—৭০০০৭৩।

৩। জয়গুরু পুস্তকালয়। ১২/১, বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৭৩।

৪। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা—৭০০০০৬

৫। শ্রীপরিতোষ অধিকারী। শিবরামপুর শ্রীভাগবত কীর্ত্তন আশ্রম সাং+পোঃ—শিবরামপুর পিন ৭২১৬৫০ জেলা- মেদিনীপুর।

৬। শ্রীকান্ত সরকার। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পুস্তকালয়, ফুলিয়া ষ্টেশন, ১ নং প্লাটফ্রম, জেলা- নদীয়া।

ভিক্ষা—দশ টাকা

মুদ্রা... ক্তি প্রেস ॥॥ শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

প্রকাশকের নিবেদন

কলিযুগ পাবন শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দরের অহৈতুকী করুনায় শ্রীগৌরাঙ্গ মহিমা মূলক গ্রন্থরাজীর সর্বাদিগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীচৈতন্য শতক' নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। গ্রন্থখানির লেখক শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপবাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। ভ্রাতার নাম বিদ্যাবাচস্পতি। তাঁহার পূর্ণাঙ্গ নাম বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য। নাম বাসুদেব - অগাধ পাণ্ডিত্য গুণে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হন। সার্বভৌম ভট্টাচর্য্যের পিতৃবংশ পরিচয় বিষয়ে শ্রীল গোবর্দ্ধন দাস সম্পাদিত শ্রীগৌরমন্ত্রোপাসনা গ্রন্থ হইতে তথ্যটি প্রদান করা হইল —

ভারতবর্ষের পশ্চিম রাজ্যে বৃহদ্রথ নামে এক ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজা ছিলেন। একদিবস এক পরমহংস অতিথি আসিয়া দেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করতঃ তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করেন। দীক্ষা প্রাপ্ত রাজা কঠোর ব্রতচারণে মন্ত্র পুনশ্চরণ করতঃ দেবীর দর্শন লাভ করিতে না পারিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে কাশীধামে উপনীত হইলেন এবং তথায় এক দণ্ডি সন্ন্যাসীর নিকট আত্মনিবেদন করতঃ মর্ম্মবেদনা নিবেদন করিলেন। দণ্ডি সন্ন্যাসী তাঁহাকে দণ্ড প্রদান করিয়া সাধনায় ব্রতী করাইলেন। রাজা একাগ্র চিত্তে দেবীর উপাসনা করিয়া দেবী ভগবতীর দর্শন লাভ করিলেন। দেবী বর প্রদান করিতে চাহিলে রাজা বলিলেন, "মা তোমার তপস্যা-কালীন তুমি নির্দ্দয়ভাবে আমায় যত ক্লেশ দিয়াছ তাহা তোমার অনুভবের জন্য সম্মুখস্থ প্রস্তর খণ্ডখানি লইয়া তোমাকে আমার সঙ্গে সঙ্গে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে হইবে। মা জগদম্বা রাজার অভিলাষ পূরণের জন্য

তাঁহার সঙ্গে প্রস্তর বহিয়া তীর্থে তীর্থে গমন করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ভ্রমণ শেষে নবদ্বীপ ধামে উপনীত হইলেন। তথায় দেবী ভগবতীকে স্থাপন করতঃ ভিক্ষাটনে পূজা করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবস গত হইলে ভগবতী বলিলেন, "আমি আর কতদিন বনাশ্রয় করিয়া থাকিব। এখন আমাকে বিদায় দাও স্বস্থানে গমন করি।" দেবীর বাক্য শুনিয়া সন্ন্যাসী লোকহিতের জন্য দেবীকে সদৈন্যে বলিলেন—

মাতঃ প্রতিজ্ঞাং কুরু মৎসকাশে শিলা তলেস্থাস্যপি সর্ব্বদৈব।
তৎপ্রাপিতে প্রত্যহ মন্বদেবী মূহুর্ত্ত মাত্রং ত্বনুষতে তং ॥ ৪৪ ॥
শ্রুত্বা তদানীং নিজভক্ত্ বাক্যং তথৈব চক্রে তদনুপ্রতিজ্ঞাং।
দেবী যযেদং পরিপাল্যতে হি সদাম্বিকা ব্রহ্মময়ী ভবানী ॥ ৪৫ ॥

মাতঃ করুনাময়ী আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করুন যেন আপনার আনীত শিলাখণ্ডে প্রতিদিন অধিষ্ঠিতা হইবেন তাহা যেন আমরা অনুভব করি। আর জগতে বিখ্যাত হইবে যে, দেবী ভগবতী দুই দণ্ডকাল এখানে আবির্ভাব আছেন। যোগীরাজের অনুরোধে ভক্তাধীন ভগবতী ভক্ত বাক্য রাখার জন্য প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হইলেন এবং অন্তর্হিতা হইয়া স্বধামে গমন করিলেন। তারপর যোগীরাজ দেবীর আনীত প্রস্তর খণ্ড ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া তদুপরি ঘট স্থাপন পূর্ব্বক ভিক্ষাটনে সেবাকার্য্য করিতে লাগিলেন। এস্থানে হরি ঘোষ নামে এক গোয়ালা অনেকগুলি গরু লইয়া বাস করিত। যোগীরাজের সঙ্গে তাহার কোন পরিচয় ছিল না। তবে মধ্যে মধ্যে কদাচিত সাক্ষাত ঘটিত। ঐ স্থানের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে 'চীনে ডাঙ্গা' নামে একটি গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামে অধ্যাপক পণ্ডিতের নিবাস ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে এক প্রধান অধ্যাপকের পুত্র নরহরি অত্যন্ত উশৃঙ্খল প্রকৃতির হওয়ায় পিতা তাহাকে বর্জ্জন করেন।

তখন তিনি দুঃখে গঙ্গায় আত্মহুতি প্রদান করিলেও সন্তরন জানায় তাহার মৃত্যু হইল না। তীরে উত্তীর্ণ হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে মনুষ্যহীন একটি কুটীর দেখিতে পাইলেন এবং পরিবেশ দেখিয়া ভাবিলেন কোন মুনির তপোবন হইবে। তাই নরহরি কুটীরটি উত্তম রূপে পরিকার করিয়া লুক্কায়িত অবস্থায় অবস্থান করিলেন এবং গোময়াদি দিয়া স্থান উপস্কার করতঃ ফলমূল আহরণ করিয়া তথায় সংরক্ষণ করিলেন। যোগীরাজ কুটীরে আসিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করতঃ বিস্মিত হইলেন এবং ভাবিলেন এই সকল কার্য্য কে করিল। তখন উচ্চঃস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "যে আমার এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। সে আমার সহিত সত্বর সাক্ষাৎ করুক।" এই বাক্য শুনিয়া নরহরি বিনম্র চিত্তে যোগীরাজের সমুখে উপনীত হইলেন এবং নিজের সমস্ত বিবরণ নিবেদন করতঃ নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। তখন যোগীরাজ প্রসন্ন চিত্তে বলিলেন, তোমার কোন দুঃখ থাকিবে না। আমি তোমাকে যে বিদ্যামন্ত্র প্রদান করিব তাহাতে তোমার সকল পুরুষার্থ লাভ হইবে। তুমি গঙ্গা স্নান করিয়া এস। পরদিন প্রাতঃকালে নরহরি আসিয়া উপনীত হইলে যোগীবর আপনার সিদ্ধ মন্ত্র প্রদান করিলেন। মন্ত্র প্রদান মাত্রই গুরু-শিষ্য উভয়ে মূর্চ্ছিত হইলেন। এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া হরিঘোষ দ্রুতবেগে ঘটনাস্থলে আসিয়া গুরু-শিষ্যের মুখে গঙ্গাজল ও বাতাস দিয়া উভয়কে চৈতন্য করাইলেন। হরিঘোষ নরহরিকে বলিলেন তুমি গুরুদেবের দক্ষিণা প্রদান কর। তখন নরহরি গুরুদেবের চরণে দক্ষিণা স্বরূপ কিছু ফলমূল প্রদান করিলেন। যোগীবর প্রীত হইয়া শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন আর বলিলেন, বৎস নিত্য পোড়া-মার (প্রৌঢ়া মা) ঐ ঘটের উপরে পূজা করিবে। চিন্ময়ী জগন্মাতা দেবী ভদ্রকালী এই ঘটে অবস্থিতি করিবেন। এই দেবীর

পূজা করিলে সকলেই সমগ্র বিদ্যা লাভ করিবে। তৎসঙ্গে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিবে। তারপর নরহরির জিহ্বাতে বিল্ববৃক্ষের কন্টক দ্বারা সুসিদ্ধ মন্ত্র লিখিয়া দিলেন। তদবধি নরহরি সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ হইলেন। যোগীবর বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। হরিঘোষ বলিলেন, তুমি সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ হইয়াছ, এখন টোল খুলিয়া ছাত্রদের অধ্যাপনা করাইবে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান কর। নরহরি অধ্যাপক হইয়া হরিঘোষের বাসনা পূর্ণ করিলেন। একদা নরহরি স্বগৃহে গমন করিলেন। পিতা কার্য্যান্তরে গিয়াছেন। তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া পিতার ছাত্রগণকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পিতা গৃহে ফিরিয়া পুত্রের অগাধ পাণ্ডিত্য লাভের বৃত্তান্ত শুনিয়া নিজে অত্যন্ত আনন্দিত ও গৌরব অনুভব করিলেন এবং পূর্ব্বে পুত্রের বর্জ্জন বাক্য চিন্তা করিয়া লজ্জিত হইলেন। কিছুকাল পরে পুত্রের উপর সমস্ত ভার অর্পন করিয়া পিতা পরলোক গমন করেন। নরহরি দীর্ঘদিন জীবিত থাকিয়া পোড়ামার চরণ চিন্তা করিতে করিতে পরলোক গমন করেন। এই নরহরি ভট্টাচার্য্যের পৌত্র সর্ব্বজন পরিচিত গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে গিয়া অবস্থান করেন। দেবগুরু বৃহস্পতি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নামে জগতে বিদিত হন।

তথাহি—শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকা—১১৯ শ্লোকঃ

ভট্টাচার্য্যঃ সার্ব্বভৌমঃ পুরাসীদগীষ্পতির্বিবি ॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নবদ্বীপ ত্যাগ বিষয়ে শ্রীজয়ানন্দ মিশ্র কৃত শ্রীচৈতন্য মঙ্গলের নদীয়া খণ্ডের বর্ণন

পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ॥

বিশারদ সুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড় রাজ্য ॥

উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধর্ম্মময় রাজা।
রত্ন সিংহাসনে কৈল সার্ব্বভৌমে পূজা॥

তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচষ্পতি গৌড়ে বসি। বিশারদ নিবাস কৈল বার নসী॥

নবদ্বীপের পিরল্যা গ্রামবাসী যবনগণ নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ গণকে বিতারন করিলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নীলাচলে গমন করিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাসদ্ হইলেন। ভ্রাতা বিদ্যা বাচষ্পতি গৌড়ে অবস্থান করিলেন। পিতা মহেশ্বর বিশারদ কাশীধামে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহন করিয়া নীলাচলে গমন করতঃ সর্ব্ব প্রথম সার্ব্বভৌম সহ মিলন করিয়া সার্ব্বভৌম আবাসে অবস্থান করেন এবং বেদান্ত বিচার উপলক্ষ্যে সার্ব্বভৌমের বিদ্যাগর্ব নাশ করেন। সার্বভৌম মহাপ্রভুর অপার্থিব রূপ মাধুর্য্য ও অগাধ পাণ্ডিত সন্দর্শনে বিভোর হন। আপনাকে ধিক্কার করিয়া মহাপ্রভু চরনে একান্তভাবে স্মরন লইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা উপলক্ষ্যে আপন বৈভব প্রদর্শন করেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যে ৬ পরিচ্ছেদ—

নিজরূপ প্রভু তারে করাইল দর্শন। চতুর্ভুজ রূপ প্রভু হইলা তখন॥
দেখাইল তারে আগে চতুভূজ রূপ। পাছে শ্যামবংশী মুখ স্বকীয় স্বরূপ॥
দেখি সার্ব্বভৌম দণ্ডবৎ করি পাড়ি। পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি॥
প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফূরিল সবতত্ত্ব। নাম প্রেমদান আদি বর্ণের মহত্ত্ব॥
শত শ্লোককৈল দণ্ড এক না থাইতে।
বৃহষ্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে॥

এইভাবে লীলাক্রমে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর স্তুতি উপলক্ষ্যে একশতটি শ্লোকের অবতারনা করেন। ইহাই "চৈতন্য শতক" নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করাই প্রতিপাদ্য বিষয়।

আলোচ্য গ্রন্থখানি ৪০৭ চৈতন্যাব্দে শ্রীমদদ্বৈত বংশাবতংস শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী প্রভুর আশ্রিত ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীরাম দয়াল ঘোষ মহাশয় পদ্যানুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। বারাসত নিবাসী গৌর লীলারস মাধুর্য্য—তত্ত্বজ্ঞ প্রবীন ভক্ত শ্রীশচীনন্দন দাস মহাশয় পরমা-গ্রহের সহিত গ্রন্থ খানি প্রকাশের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও বিশেষ অর্থ সাহায্যে গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত, হইল। এইগ্রন্থ প্রকাশনে আমার কোন কৃতিত্ব নাই। শিক্ষক শচীনন্দন দাস মহাশয়ের প্রীতি বিধানের উপলক্ষ্যে তৎ কর্ত্তৃক প্রদত্ত গ্রন্থখানি লইয়া গ্রন্থের অনুরূপ মুদ্রন করিয়া প্রকাশ করিলাম। সুধী বৈষ্ণব মণ্ডলী আমার সর্ব্বানুরূপ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রকাশনা কার্য্যের কৃপা শক্তি সঞ্চারে ধন্য করুন।

জয় নিতাই, জয় গৌরসুন্দর, জয় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য

জয় গৌরভক্তবৃন্দ।

শ্রীশ্রীপ্রানকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির।
শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্য ডোবা
পোঃ—হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ
১৪০৫ বঙ্গাব্দ।

নিবেদক—
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
দীন
কিশোরী দাস

শ্রীচৈতন্য শতক

(শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ প্রবর শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিত)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ জয়তি

প্রনম্যত্বাং প্রভোগৌর তব পাদে শতংব্রুবে।
সদাশয়ানাং সাধুনাং সুখার্থংমে কৃপাং কুরু ॥ ১ ॥

নদীয়া জীবন, গৌরাঙ্গ সুন্দর, তুঁহার চরণে নতি।
জ্ঞান রাজ্যে বাস, করি দিবানিশি, পাষাণ এ মোর মতি ॥
তব অবতার, না করি স্বীকার, না মানি ভকতে তব।
এ ভাব নিরখি, মর্ম্মাহত সদা, সদাশয় সাধু সব ॥
তাই কৃপা সিন্ধু, ও চরণে মোর, নিবেদন শত শত।
দেহ কৃপা করি, তুয়া অবতারে, বিশ্বাস ভকতি যত ॥
তাহলে হে সেই, সাধুগন হেরি, বিশ্বাস ভকতি মোর।
সুখ মহানিধি, লভি করতলে, হইবে আনন্দে ভোর ॥ ১ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ সেবাং স্থাপয়িত্বা গৃহে গৃহে।
শ্রীমৎ সঙ্কীর্ত্তনে গৌরো নৃত্যতি প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ২ ॥

জয় জয় জয়, অনঙ্গ মোহন, গৌরাঙ্গ রসের ধাম।
করুনা অপার, প্রকাশি সংসারে, পূরাণ জীবের কাম ॥
রাধাকৃষ্ণ সেবা, গোপিনী সর্ব্বস্ব, গোলোকে গোপনে ছিল।
সে যুগল সেবা, গৌরাঙ্গ আমার, ঘরে ঘরে প্রচারিল ॥
পূর্ব্ব কোন যুগে, নাছিল জীবের, সে সেবায় অধিকার।
বিরিঞ্চি শঙ্কর, আদি যোগীশ্বর, না পায় কণিকা তার ॥

এই অবতারে, দিয়া অধিকারে, না ধরে আনন্দ আর।
প্রেমরসে ভোরা, নাচে গায় গোরা, যেন মদ্ মাতয়ার ॥ ২ ॥

জিহ্বায়াং হরিনাম সাধন মহো ধারা শতং নেত্রয়োঃ,
সর্ব্বাঙ্গে পুলকোদ্গমো নিরবধি স্বেদশ্চ বিভ্রাজতে।
শ্রীমদ্ গৌরহরেঃ প্রগলভ মধুরা ভক্তি প্রদাতুর্জ্জনৈঃ,
সেবা শ্রীব্রজ যোষিতামনুগতা নিত্যা সদা শিক্ষ্যতে ॥ ৩ ॥

কলির তাড়নে, বদ্ধ জীবগনে, সতত বিরষ মতি।
নিরখি সে ভাব, নদীয়া মন্দিরে, অবতীর্ণ বিশ্বপতি ॥
মুখে হরিহরি, কহেন ফুকারি, সতত গৌরাঙ্গ রায়।
কমল নয়নে, ধারা শত শত, সবেগে বহিয়া যায় ॥
পীরিতি আবেশে, হিয়া গরগর, পুলক পূরিত তনু।
ক্ষরিছে সর্ব্বাঙ্গে, স্বেদ অবিরল, প্রস্রবণ দল যনু ॥
এ ভাবে ধরম, আচরি আপনি, শিখান অবনী জনে।
যে জন তাহার, হয় অনুগামী, সে পায় ভকতি ধনে ॥
নিত্য সুমধুর, গোপী অনুগত, যুগল সেবায় রত।
হয় সেইজন, নদীয়া ভবনে, সিদ্ধ দেহে অবিরত ॥ ৩ ॥

কলিমল পতিতানাং শোক মোহবৃতানাং,
নিজজন পতি সেবা বিত্ত চিন্তাকুলানাম্।
ইতি সমজনি গৌরস্ত্রান হেতুং বিচিন্ত্য,
প্রকট মধুর দেহো নাম দাতা কৃপালুঃ ॥ ৪ ॥

পাপ সখা কলি, প্রলোভন জাল, বিথারি সংসার বাসে।
ধরি জীব কুল, পাঠায় হরিষে, মায়ার চাতর পাশে ॥

পড়ি সে চাতরে, প্রতারিত জীব, পাসরে আপন তত্ত্ব।
স্বদেশ স্বজণ, ভুলি হয় সদা অনিত্য বিষয়ে মত্ত॥
দিন দুই তরে, যা সহ বসতি আপন ভাবিরে তারে।
লালন পালন, সেবা পরায়ণ, পরিহরি নিদ্রাহারে॥
কভু পরমার্থ, দিয়া বিসর্জ্জন, ধন উপার্জ্জনে রত।
চিন্তাকুল চিতে, করিছে সন্ধান, অর্থ লাভ পন্থা যত॥
এইরূপ জীব, মায়ার কুহকে, জড়িত করম জালে।
নিদারুন শোকে, জরজর কভু, মোহ মুগ্ধ কোন কালে॥
জীবের এ দশা, শোচনীয় অতি, ভাবিয়া গৌরাঙ্গ রায়।
ধরি হেম জিনি, মধুর মূরতি, অবতীর্ণ নদীয়ায়॥
কৃপা করি দেব, নাম মহাবন্যা, বিথারি অবনী বাসে।
মায়ার চাতর, কলি দৃঢ় পাশ, নিমিখে সমূলে নাশে॥
তবে জীবকুল, নাম বন্যানীরে, অবগাহি কুতূহলে।
পূত কলেবরে, পবিত্র অন্তরে, আনন্দে নদীয়া চলে॥ ৪॥

শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যে জগৎ ত্রানৈক কর্ত্তরি।
যো মূঢ়ো ভক্তি হীনস্তাং পচ্যতে নরকে ধ্রুবম্॥ ৫॥

প্রেমের সাগর, গৌরাঙ্গ আমার, প্রকটি সংসার ধামে।
বদ্ধ জীব দলে, তারে কুতূহলে, মধুমাখা হরি নামে॥
কলিহত জীবে, তারিতে শকতি, নাহিরে কাহার আর।
সে মহা শকতি, নিহিত কেবল, গোরাচাঁদে অনিবার॥
একমাত্র গতি, সংসার তারণ, দয়াল গৌরাঙ্গ রায়।
তাঁহার কৃপায়, নিরবধি জীব, পুলকে গোলোকে যায়॥

যেই মূঢ়মতি, হেন গোরাচাঁদে, বিশ্বাস ভকতি হীন।
বৃথায় তাহার, মানব জনম, সেজন সুকৃতি দীন ॥
পুড়ি ইহকালে, ত্রিতাপ অনলে, সে পশু সংসার দাস।
এ জীবন অন্তে, কোটি কোটি কল্প, করিবে নরকে বাস ॥ ৫ ॥

যঃ কৃষ্ণো রাধয়াকুঞ্জে বিলাসং কৃতবানপুরা।
গদাধরেন সংযুক্তঃ সগৌরা বসতে ভুবি ॥ ৬ ॥

শ্রীবৃন্দাবিপিনে মঞ্জুল নিকুঞ্জে রসিক শেখর হরি।
ভাসেন বিমল আনন্দ তরঙ্গে রাধাসহ কেলি করি ॥
সেই কৃষ্ণ এবে ধরি হেমবর্ণ মধুর গৌরাঙ্গ নামে।
গদাধর সহ হইয়া সংযুক্ত বিরাজে নদীয়া ধামে ॥ ৬ ॥

সংসার সর্পদষ্টানাং মূর্চ্ছিতানাং কলৌযুগে।
ঔষধং ভগবন্নাম শ্রীমদ্বৈষ্ণব সেবনম্ ॥ ৭ ॥

ঘোর তমোময় কলিকাল নিশি ভুবনে ব্যাপিল কায়।
মোহনিদ্রাগত জীবে সে আঁধারে সংসার ভুজঙ্গ খায় ॥
বিষতেজে জীব চেতনা বিহীন জর জর কলেবর।
নিজতত্ত্ব ভুলি মায়া নিকেতনে পড়ি আছে নিরন্তর ॥
হরিনাম সুধা বৈষ্ণব সেবন এ দুই ঔষধ বলে।
এ হেন মূর্চ্ছিত জীবে দেন প্রান গোরাচাঁদ কুতূহলে ॥ ৭ ॥

বিষয়াবিষ্ট মূর্খানাং চিত্তসংস্কারমৌষধম্।
বিশ্রম্ভেণগুরোঃ সেবা বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনম্ ॥ ৮ ॥

মাতৃগর্ভে জীব থাকে রে যখন ভাবে তবে অনুক্ষণ।
এবার জনমি ভজিব নিশ্চয় গৌরাঙ্গ চরন ধন ॥

সে পদ ভজন বিহনে না হয় জঠর যাতনা ক্ষয়।
এ প্রতিজ্ঞা মোর সে পদ স্মরণে করিব সংসার জয় ॥
এত ভাবি জীব পশি ভব ধামে দিন কত রহে ভাল।
ক্রমে মায়াচর জুটি একে একে ঘটায় জঞ্জাল জাল ॥
শেষে সে জীবের পূরব প্রতিজ্ঞা কোথায় চলিয়া যায়।
বিষয় কুরস তুকরে ভক্ষণ বিহনে কিছু না ভায় ॥
অজ্ঞান জীবের হেন চিত্ত রোগ কুপথ্যে করিল বল।
ক্রমে সে বিষম ব্যাধি সংক্রামক ছাইল অবনী তল ॥
এ দশা নিরখি প্রকটি ধরায় দয়াল গৌরাঙ্গ হরি।
নাশিলা জীবের সে বিষয় রোগ মহৌষধ দান করি ॥
বৈষ্ণব অধর অমৃতাস্বাদন শ্রীগুরু সেবন আর।
বিশ্বাসে সেবিলে এ মহা ঔষধ রোগ যায় ছারে খার ॥ ৮ ॥

বন্দে শ্রীকরুনাসিন্ধুং শ্রীচৈতন্যং মহাপ্রভুম্।
কৃপাংকুরু জগন্নাথ তব দাস্যংদদস্বমে ॥ ৯ ॥

কলি তমোময় এ ভব সাগরে পড়েছি গৌরাঙ্গ হরি।
করুনার সিন্ধু তুমি মহাপ্রভু বন্দি ও চরণ তরি ॥
ওহে জগন্নাথ কৃপাকরি মোরে দেহিতুয়া দাস্য ধনে।
যাহার প্রভাবে যাই ভব পারে তুঁহার সেবক সনে ॥ ৯ ॥

দাস্যংতে কৃপানাথ দেহি দেহি মহাপ্রভো।
পতিতানাং প্রেমদাতাঽস্যঽতো যাচে পুনঃ পুনঃ ॥ ১০ ॥

হৃদয় ঈশ্বর, প্রেমের সমাধি নদীয়া জনের প্রান।
অমর বাঞ্ছিত, তুয়া দাস্য নিধি, এ দীনে করহ দান ॥

কলির কৌশলে, মায়ার কুহকে, বদ্ধ জীব অগনন।
সংসার ভ্রমিতে, পাপ মহাপঙ্কে, সদা হয় নিমগন ॥
এ হেন পতিতে, কর হে উদ্ধার, অপার করুনা করি।
তাই দাস্য তব, চাহি পুনঃ পুনঃ, নদীয়া বিহারী হরি ॥ ১০ ॥

সংসার সাগরে মগ্নং পতিতং ত্রাহিমাং প্রভো।
দীনোদ্ধারে সমর্থস্ত্বমতস্তে শরনং গতঃ ॥ ১১ ॥

তুঁহার চরণ, কমল শরণ, পাসরি কি হলো মোর।
কভু যাই স্বর্গে, কভু বা নরকে, কভু মু সংসারে ভোর ॥
ভীষণ সংসার, জলধি মগন, হয়েছি এখন আমি।
এ পতিত জনে, করহ উদ্ধার, নিখিল ভুবন স্বামী ॥
দীন জন ত্রান, শকতি হে আর, তোমা বিনা নাহি কার।
তাই ও চরণে, লইনু শরণ, করহে সংসার পার ॥ ১১ ॥

জগতাং ত্রান কর্ত্তাসি ভর্ত্তাদাতাসি সম্পদাম্।
ত্রান কুরুস্ব ভো নাথদাস্যং দেহি শচীসুতঃ ॥ ১২ ॥

সংসার তারন, এ ভব পালন, ভকতি সম্পদ দাতা।
নদীয়া জীবন, শ্রীশচীনন্দন, তুমি হে ব্রহ্মাণ্ড ধাতা ॥
ও পদ কমলে, শরণ লইনু, উদ্ধার হে নাথ মোরে।
নিজ দাস করি, রাখ ও চ ণে পড়েছি মায়ার ঘোরে ॥ ১২ ॥

সর্ব্বেষামবতারানাং পুরানৈর্যৎ শ্রুতং ফলম্।
তস্মান্মে নিষ্কৃতির্নাস্তি অতস্তে শরনং গতঃ ॥ ১৩ ॥

তুমি আমি নাথ, চির বর্ত্তমান, অনন্ত সময় হতে।
তুমি লীলাবশে, প্রকট ধরায়, আমি হে করম মতে ॥

এইরূপ বঁধু, অগনন বার, অবতরি ধরাতলে।
নিজ কৃপাবশে, করিছ উদ্ধার, বদ্ধ জীবে দলে দলে ॥
এমতি পাষণ্ড, মুই হে বঁধুয়া, এ মতি পাতকী ঘোর।
তব অবতার, হল এত বার, না হল উদ্ধার মোর ॥
তব অবতার, মাহাত্ম্য প্রচার, করিছে পুরান সবে।
কিন্তু হে আমার, তা হতে উদ্ধার, বুঝেছি নাহিক হবে ॥
ও চরণে তাই, শরণ লইনু, করহে এবার ত্রান।
মম ত্রান শক্তি, ধরহ কেবল, তুমি হে নদীয়া প্রান ॥ ১৩ ॥

বিচিত্র মধুরাক্ষর শ্রুতি মনোজ্ঞ গীতে মুদা,
স্বভক্তগনমণ্ডলী রচিত মধ্যগামী প্রভুঃ।
মনোহর মনোহরো নটতি গৌরচন্দ্র স্বয়ং,
জগৎ ত্রয় বিভূষণে পরমধাম নীলাচলে ॥ ১৪ ॥

জীব ত্রান হেতু, গৌরাঙ্গ সুন্দর, অপার করুণাময়।
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে, করিলা জীবের, সংসার বন্ধন ক্ষয় ॥
নীলাচলে ধাম, শোভার ভাণ্ডার, ত্রিভুবন বিভূষণ।
তথা রসকেলি, করে গৌরহরি, মিলিয়া আপন জন ॥
স্বভক্ত রচিত, মণ্ডলী মাঝারে, কিবা শোভা গোরা রায়।
তারা ঘেরা শশী হেরি সে মাধুরি সলাজে মলিন কায় ॥
বিচিত্র অক্ষরে রচিত-মধুর সঙ্গীত মানস হর।
আহে প্রেমভরে নিজ জন মেলি মাতয়ার নিরন্তর ॥
ঠমকে ঠমকে নাচি নটবর মানস কাড়িয়া লয়।
বিষয় পিপাসা কলুষ আসক্তি সকলি করে রে ক্ষয় ॥ ১৪ ॥

বিলোক্য পুরুষোত্তমং কনক গৌর দেহ হরি- ।
র্ম্মুদা হৃদয় পঙ্কজে জলদ কান্তি মালিঙ্গিতুম্ ॥
পপাত ধরনীতলে সকল ভাব সৎ মূর্চ্ছিতঃ ।
কদাচিদপি নেঙ্গতে পরমধারি সৎস্পন্দনম্ ॥

সে দিনের কথা ভাবিহে যখন আমাতে আমি নারই ।
ভয়ভক্তি মিশ্র বিস্ময় সাগরে ক্ষনেকে মগন হই ॥
মরি ! সেইদিন যে দিনে হইল আমার সৌভাগ্যোদয় ।
যে দিনে চরন করিলে অর্পন নীলাচলে রসময় ॥
ধরি হেম জিনি বরন সুন্দর তুমিহে গোকুল প্রান ।
প্রকটি ধরায় ভকতি রতন জীবেরে করিছ দান ॥
হেরি জগন্নাথ তুমি গুনমনি পরম পীরিতি ভরে ।
জলদ কাঁতিয়া যাহ আলিঙ্গিতে হৃদয় পঙ্কজ পরে ॥
প্রেমে উলসিত অবশ শরীর পড়িলে ধরনী তলে ।
অনন্ত ভাবের বাজিল সমর কেহ নাহি জিনে বলে ॥
সে ভাব সংঘটে মূরছিত বঁধু ধাতুহীন তনু যেন ।
আমারে তারিতে এ মায়া তোমার ধন্য হে কৌশল হেন ॥ ১৫ ॥

গৌরস্য নয়নে ধারা সগদ্গদ বচোমুখে ।
পুলকাঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গো ভাবে লুঠতি ভূতলে ॥ ১৬ ॥

জগন্নাথ রূপ হেরি গোরামনি পরম উল্লাস ভরে ।
প্রেমানন্দাবেশে ধারা শত শত নয়ন কমলে ঝরে ॥
নাহি বাহ্যজ্ঞান পাগল সমান মুখে গদ্ গদ্ ভাষ ।
পুলক পূরিত সে কনক তনু অতনু দরপ নাশ ॥

হেন ভাবে গোরা নিশি দিশি ভোরা লুণ্ঠিত ধরনী তলে।
গোরা দশা হেরি প্রিয় নর্ম্ম জনে ভাসিছে আঁখির জলে ॥ ১৬ ॥

চৈতন্য চরনাম্ভোজে যস্যাস্তি প্রীতিরচ্যুতা।
বৃন্দাটবীশয়োস্তস্য ভক্তিস্যাচ্ছত জন্মনি ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরন অম্বুজে অচ্যুত পীরিতি যার।
বৃন্দাটবী বাস রাধাকৃষ্ণ ভক্তি জন্ম জন্ম হয় তার ॥ ১৭ ॥

যথা রাধাপদাম্ভোজে ভক্তিঃস্যাৎ প্রেমলক্ষনা ॥
তথৈব কৃষ্ণচৈতন্যে বর্দ্ধতে মধুরারতিঃ ॥

সংসার বারিধি মগন জনার হইলে সৌভাগ্যোদয়।
বিষয় পাসরি ধায় তার চিত বৃন্দাবন নদীয়ায় ॥
রাধাপদপদ্মে নিস্কাম ভকতি হয় রে যেমতি তার।
তেমতি মধুর রতি বশে সেই গোরাপদ করে সার ॥
এইরূপ যত প্রেমের লক্ষণ অন্তরে বাহিরে ধরি।
পরম আনন্দে যায় রে সেজন সংসার জলধি তরি ॥ ১৮ ॥

কনক মুকুরকান্তিং চারুবক্ত্রারবিন্দং।
মধুর মধুর হাস্যং পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠম ॥
সুবলিত ললিতাঙ্গং কম্বুকণ্ঠং নটেন্দ্রং।
ত্রিভুবন কমনীয়ং গৌরচন্দ্রং প্রপদ্যে ॥ ১৯ ॥

কিরূপ এনেছে গোরা, এবার এভবে রে, না রবে সংসার ধর্ম্ম আর।
যোগীজন যোগ ভুলে, সংসীর সংসার রে, সে রূপ নেহারি একবার ॥
কনক মুকুর জিনি, গোরার লাবনি রে, কুল নারীকুল মান নাশে।
শত শত শতদল, মধুরিমা রাশি রে, সে চারু বদনে পরকাশে ॥

দামিনী নিন্দিত হাস, মধুর মধুর রে, মানস তিমির বিনাশন।
পক্ক বিম্বাধর ওষ্ঠ, উজল লোহিত রে, নাসা তিল ফুল বিঘাতন॥
ললিত বলিত তনু, সৌন্দর্য্য নিলয় রে, কম্বুজিনি কণ্ঠ মনোহর।
ত্রিভুবন কমনীয়, গোরার মাধুরি রে, গোরা মোর নটেন্দ্র সুন্দর॥
হেন গোরা বিনোদিয়া, নদীয়া তিলক রে, অগতির একমাত্র গতি।
সকল ধরম ছাড়ি, কবে মু করিব রে, সে অভয় চরনে বসতি॥ ১৯॥

সুদীর্ঘ সুমনোহরং মধুর কান্তি চন্দ্রাননং,
প্রফুল্ল কমলেক্ষণং দশন পঙ্ক্তি মুক্তাফলম্।
সপুষ্প নবমঞ্জরী শ্রবন যুগ্ম সদ্ ভূষণং,
প্রদীপ্ত মনিকঙ্কনং কষিত হেম গৌরং ভজে॥ ২০॥

ভুবন মোহন, অবনী ভূষণ, গোরারূপ রসময়।
মনো মোহনীয়া, গোরা কাঁতি করে, অনঙ্গ দরপ ক্ষয়॥
সুদীর্ঘ সুন্দর, তনু মনোহর, কুলবতী কুল নাশে।
সে মুখ সুষমা, নিরখি চন্দ্রমা, মলিন গগন বাসে॥
হেরি সে নয়ন, প্রফুল্ল কমল, মুদিত হয় রে লাজে।
কিবা সে আনন, শোভিত সুন্দর, দশন মুকুতা সাজে॥
ফুল ধনু ধনু, জিনে যুগ্ম ভুরু, কামিনী মোহন ফাঁদ।
গোরারূপ হেরি, পদ নখে পড়ি, অবিরত কাঁদে চাঁদ॥
নবীন মঞ্জরী, প্রসূন ভূষন, শ্রবন যুগলে দোলে।
কষিত কনক, জিনি সে লাবণি, নিরখি মদন ভোলে॥
কঙ্কন বলয়া, মনি অলঙ্কারে, শোভিত সে চারু তনু।
সে ভূষণ ছটা, করি ঝলমল, খেলেরে চপলা যনু॥

এ হেন গৌরাঙ্গ, লাবণ্য ভাণ্ডার, পীরিতি রসের ধাম।
অনন্য অন্তরে, চরণ তাঁহার, ভজি যেন অবিরাম ॥ ২০ ॥

অখিল ভুবন বন্ধো প্রেমসিন্ধো জনেঽস্মিন্,
সকল কপট পূর্ণে জ্ঞান হীনে প্রপন্নে।
তব চরণ সরোজে দেহি দাস্যং প্রভোত্বং,
পতিত তারন নাম প্রাদুরাসীদ্ যতস্তে ॥ ২১ ॥

ওহে প্রেমসিন্ধু ! পতিত তারণ ! অখিল ভুবন গতি।
ও পদ কমলে, কবে হবে স্থির, এ মোর কলুষ মতি ॥
মুই জ্ঞান হীন, কপটতাময়, পড়েছি বিপদ ঘোরে।
চরণ সরোজে, রাখ হে তোমার, দাস করি সদা মোরে ॥
তব নাম শুষে, কলুষ সাগর, তারে হে পতিত জনে।
তাই ও চরণে, লইনু শরণ, দেহি দেহি দাস্য ধনে ॥ ২১ ॥

ঊর্দ্ধকৃত্য ভুজদ্বয়ং করুনয়া সর্ব্বান্ জনানাদিশেৎ,
রে রে ভাগবতা হরিং বদ বদ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ স্বয়ম্।
প্রেম্না নৃত্যতি হুঙ্কৃতিং বিকুরুতে হা হা রবৈর্ব্যাকুলো,
ভূমৌ লুণ্ঠতি মূর্চ্ছিত স্বহৃদয়ে হস্তৌ বিনিক্ষিপ্যতি ॥ ২২ ॥

অপার করুণাবশে, গৌরাঙ্গ সুন্দর, বাহু তুলি কহে জীবগণে।
হে দে রে সংসারবাসী, মোহ নিদ্রা ছাড়ি রে, হরি হরি বল একমনে ॥
এত কহি গোরারায়, প্রেমায় মাতিল রে, হুহুঙ্কার ছাড়ি নৃত্য করে।
কভু করে গুনমনি, হাহা হুহু রব রে, রাধাভাবে ব্যাকুল অন্তরে ॥
ধূলায় ধূসর তনু, ধরা বিলুণ্ঠিত রে, মূরছিত যেন ধাতু হীন।
কভু বা হৃদয়ে কর, হানে বার বার রে, বক্ষে হয় লোহিতের চিন ॥

গোরায় এ দশা হেরি, ভকত হৃদয় রে, ধলবল করে অনুক্ষণ।
কেহ বলে জীবোদ্ধারে, আর কাজ নাই রে, চল ফিরি যাই বৃন্দাবন ॥২২॥

হরে রাম কৃষ্ণ নাম গান দান কারিনীং,
শোক মোহ লোভ তাপ সর্ব্ববিঘ্ন নাশিনীম্।
পাদপদ্ম লুব্ধ ভক্তবৃন্দ ভক্তি দায়িনীং,
গৌর মূর্ত্তি মাশু নৌমি নাম সূত্র ধারিনীম্ ॥ ২৩ ॥
মালতী মল্লিকাদাম বদ্ধ কুঞ্চিত কুন্তলম্।
ভালোদ্য তিলকংগণ্ড রত্ন কুণ্ডল মণ্ডিতম্ ॥ ২৪ ॥

মরি কে রে আজি, গোরা চারু তনু, মন সাধে সাজাইল।
মালতী মল্লিকা, দামে সে কুন্তলে, কবরী বাঁধিয়ে দিল ॥
সাজাল সে ভাল, নাসিকা সুন্দর, অলকা তিলকা জালে।
রতন কুণ্ডল, করে ঝলমল, মণ্ডিত সে চারুগালে ॥ ২৪ ॥

শ্রীখণ্ডাগুরু লিপ্তাঙ্গং কঙ্কনাঙ্গদ ভূষিতম্।
ক্বনন্ মঞ্জীর চরনং গৌরচন্দ্র মহং ভজে ॥ ২৫ ॥

শ্রীখণ্ড অগুরু, লেপিল শ্রীঅঙ্গে, পরম হরিষে সেহ।
কঙ্কন অঙ্গদ, মনি অলঙ্কারে, ভূষিত করিল দেহ ॥
বাজিছে চরণে, কনক মঞ্জীর, রুনু ঝুনু নাদ করি।
কবে হেন দিন, হবে রে আমার, ভজিবে সে গৌরহরি ॥ ২৫ ॥

মধুরং মধুরং কনকাভ তনু মরুনাম্বর সৎপরিধেয় মহো।
জগেদেক শুভং সকলৈকপরং করুনং প্রবনং ভজতং পরমম্ ॥ ২৬ ॥

গোরা রূপে মন প্রান হরে। ধ্রু ॥

মধুর মধুর, কনকাভ তনু, লাজ দেয় ফুলশরে ॥

অরুন অম্বর, পিন্ধন সুন্দর, মানস কাড়ি রে লয়।
গোধুলী অম্বর, সে অম্বর হেরি, সলাজে মলিন হয় ॥
জগদেক শুভ, সকলৈক পর, করুনা সাগর গোরা।
হায়! কবে তাঁর, চরন কমলে, নিশি দিশি হব ভোরা ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণরূপং পরিত্যজ্য কলৌ গৌর বভূবযঃ।
তং বন্দে পরমানন্দং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুম্ ॥ ২৭ ॥

মরি! একি হেরি অপরূপ। ধ্রু ॥

নীরদ বরণ, কোথায় লুকালে, হে নাগর রসভূপ ॥
ত্যজি কাল রূপ, গোপিনী রঞ্জন, গোরারূপ কিবা ধরি।
এই কলিযুগে, প্রকট মাধব, জীবেরে করুনা করি ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, নাম ধন্য ধন্য, পরম আনন্দ ধাম।
কবে হেন দিন, হবে তুয়া পদ, বন্দিব মু অবিরাম ॥২৭॥

পীতং শুকং পরিত্যজ্য শোনাম্বর ধরোপিযঃ।
তং গৌরং করুনা সিন্ধুমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ম্ ॥ ২৮ ॥

বঁধুয়া! কত রঙ্গ তুমি জান। ধ্রু ॥

ছদ্মবেশে নারী, মন করে চুরি, আপন চয়নে টান ॥
কেন পীতাম্বর, পাসরি নাগর, পিঁধিলে অরুন বাস।
ত্যজি চূড়াবাঁশী কেন হে উদাসী ছাড়ি সে ব্রজের বাস ॥
হে শচীনন্দন ভুবন বন্দন তুমি হে করুনাসিন্ধু।
ও পদ কমলে শরন লইনু দেহি দেহি কৃপাবিন্দু ॥ ২৮ ॥

অবতীর্ণঃ পুনঃ কৃষ্ণো গৌরচন্দ্র সনাতনঃ।
মগ্নাব্ধি ভাগ পাপেঽস্মিন্ তেষাং ত্রানস্ত হেতবে ॥২৯॥

কলি অধিকারে জীবের দুর্গতি নিরখি লাগেরে ত্রাস।
ত্রিপাদ কলুষ করাল বদনে করিছে ধরনী গ্রাস ॥
তারিতে অবনী পুনঃ নন্দ সুত অবতীর্ণ ধরাতলে।
সত্য সনাতন গৌরচন্দ্র নাম ধরিলেন কুতূহলে ॥
কলুষ অসুর ভাগিল রে ডরে গোরার হুঙ্কার রবে।
প্রেমানন্দে ভোরা হইল রে ধরা মুকতি পাইল যবে ॥ ২৯ ॥

অবতীর্ণে কলৌ গৌরে চণ্ডালাদ্যঃ কুজাতয়ঃ।
যাবন্তঃ পাপিনশ্চাপি প্রায়সো বৈষ্ণবাঅমী ॥ ৩০ ॥

গোরা অবতার মহিমার সীমা বেদে কভু দিতে নারে।
আচণ্ডাল করি নাচ জাতি যত গেল রে ভবের পারে ॥
যতেক পামর কলুষ কিঙ্কর গোরার করুনা বলে।
অমর পূজিত বৈষ্ণব হইল এ সংসারে দলে দলে ॥ ৩০ ॥

পতিতঃ দুর্গতি দৃষ্টা বৈষ্ণবা লোক পাবনাঃ।
করৌ ধৃত্বা হরের্ণাম যাচন্তি কৃপয়া কলৌ ॥ ৩১ ॥

গোরার বালাই লয়ে মরি। ধ্রু ॥

দুর্জ্জন চণ্ডালে ভুবন পাবন করিল গৌরাঙ্গ হরি ॥
বৈষ্ণব হইয়া তারা রে এখন পরম হরিষ মনে।
করে ধরি ধরি যাচে হরিনাম পতিত দুর্গত জনে ॥
এ হেন করুনা এই কলি বিনা কোন যুগ নাহি আর ;
ধন্য গোরা তোরে ধন্য ধন্য কলি ধন্য হেন অবতার ॥ ৩১ ॥

সংকীর্ত্তনারম্ভ কৃতেঽপি গৌরে ধাবন্তি জীব শ্রবনে গুনানি ।
অশুদ্ধ চিত্তাঃ কিমু শুদ্ধ চিত্তঃ শ্রুত্বা প্রমত্তাঃ খলুতে ননুর্ত্তঃ ॥ ৩২ ॥

গয়া হতে আসি গোরা গুনমনি পাতিল রসের নাট।
প্রেম বিকি কিনি তরে চিন্তামনি বসাল কীর্ত্তন হাট ॥
শুনি কোলাহল ছুটে জীবদল শুদ্ধ বা অশুদ্ধ মন।
গোরা কৃপাবলে উন্মত্ত সবাই লভি প্রেমানন্দ ধন ॥
কেহ হাসে কাঁদে থিয়া থিয়া নাচে কেহ মারে মাল সাটে।
হুড়া হুড়ী রঙ্গে উঠে গণ্ডগোল গোরার কীর্ত্তন হাটে ॥ ৩২ ॥

কিমাশ্চর্য্যং কিমাশ্চর্য্যং কলৌজাতে শচীসুতে।
স্ত্রীবাল জড় মুর্খাদ্যাঃ সর্বেনাম পরায়নাঃ ॥ ৩৩ ॥

এ হেন বিষম কলি অধিকারে একিরে একিরে হল।
ত্রিপাদ কলুষ অসুর প্রতাপ কোথায় লুকাল বল ॥
নদীয়া ভবনে শচীর নন্দন প্রকট হইল যবে।
মুর্খ জড় বাল বৃদ্ধনারী যুবা নাম পরায়ন সবে ॥
কি আশ্চর্য্য হেরি গোরার মহিমা অধম চণ্ডাল যেহ।
ভবাদি দুর্ল্লভ গোলোক সর্বস্ব নাম রসে ভোরা সেহ ॥৩৩॥

ছণ্ডাল যবনা মূর্খাঃ সর্বে কুর্বন্তি কীর্ত্তনম।
হরের্ণাম্নাং গুনানাঞ্চ গৌরে জাতে কলৌযুগে ॥ ৩৪ ॥

গোরা মহিমা নিদান ধ্রু ॥

ত্রিতাপ অনল দগধ সংসারে দিলরে নূতন প্রান ॥
অধম চণ্ডাল বিধর্ম্মী যবন মূর্খ নীচ আদিজনে।
সুধাময় হরি নাম সংকীর্ত্তনে মাতিল একান্ত মনে ॥
পাপে ভরা কলি যুগে অবতরি নদীয়া বিহারী গোরা।
শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ সংসার করিল প্রেমানন্দ রস ভোরা ॥ ৩৪ ॥

কিমদ্ভুতং গৌরহরেশ্চরিত্রং, ততেঽধিকং তৎপ্রিয় সেবকানাম।
সংকীর্ত্তনামোদ জনানুরাগ, প্রেম প্রদানং বিতনোতি লোকে॥ ৩৫ ॥

বিচিত্র চরিত্র গৌরাঙ্গ সুন্দর ততোধিক ভক্ত তাঁর।
ভকতে এমন বাড়াতে ভুবনে নাহিরে দ্বিতীয় আর॥
দাস সহ প্রভু সংসারী জনারে প্রেম যাচে ধরি ধরি।
যে প্রেম না পায় বিরিঞ্চি শঙ্কর কঠোর সাধনা করি॥
এ মতি গোরা নিজ ভক্ত লয়ে প্রেমের ব্যবসা করে।
সজ্জন দুর্জ্জন কীর্ত্তন আমোদে অনুরাগী ঘরে ঘরে॥ ৩৫ ॥

সুবলিত মনিমালৈর্বদ্ধ চূড়ং মনোজ্ঞং,
সুললিত মৃদুভালে চন্দনেনাম্লু চিত্রম।
শ্রবন যুগল রন্ধ্রে কুণ্ডলৌ যস্য ভাতৌ,
হৃদি বিনিহিত হারং নৌমি তং গৌরচন্দ্রম॥ ৩৬ ॥

ও মোহন চূড়া কি সুন্দর বেড়া সুললিত মনিমালে।
চন্দন চিত্রিত অলকা আবলী শোভিছে কেমন ভালে॥
শ্রবন যুগলে ভাতিছে কুণ্ডল হিয়া পরি মনিহার।
ও রূপ নিরখি কুলনারী গৃহে রহিতে পারে কি আর॥
ক্ষণে ক্ষণে বঁধু ধরি নব বেশ করহ রসের কেলি।
ও চরণে মোর হয় যেন বাস তোমার ভকত মেলি॥ ৩৬ ॥

চৈতন্য রূপ গুনকর্ম্ম মনোজ্ঞবেশং, যঃ সর্বদা স্মরতি দেহমনোবচোভিঃ।
তস্যৈব পাদতল পদ্মরজোভিলাষী, সেবাং করোমি শতজন্মনি বন্ধুপত্রৈঃ॥

গোরারূপ গুন রস লীলাবেশ ত্রিভুবন বিমোহন।
কায় মনোবাক্যে করে রে স্মরণ যেই জন অনুক্ষণ॥

সে জনার পাদ পদ্ম রজো আশে দারা সুত আদি সনে।
জনম জনম চরণ তাঁহার সেবি যেন একমনে ॥ ৩৭ ॥

ইয়ং রসজ্ঞা তব নাম কীর্ত্তনে, শ্রোত্রৌ মনো মে শ্রবনেঽনুচিন্তনে।
নেত্রে চ তে রূপ নিরীক্ষণে সদা, শিরোস্তু চৈতন্য পদাভি বন্দনে ॥৩৮॥

একি রে হইল মোর। ধ্রু ॥

যা লাগি আইনু সব পাসরিনু বিষয়ে হইনু ভোর ॥
এ রসনা পানু করিতে কীর্ত্তন গোরাগুন লীলা নাম।
না করিনু তাহা নিজগুণ গানে রত হনু অবিরাম ॥
গোরাগুন গান করিতে শ্রবন পানু এ শ্রবন দুই।
একি হল মোর সদা নিজগুন শুনিতে অধীর মুই ॥
গোরা সুখ সদা করিতে চিন্তন পাইনু দুর্ল্লভ মন।
আপন খাইনু নিজ সুখ চিন্তা করি মুই অনুক্ষন ॥
এ নয়ান পানু গোরারূপ রাশি সতত দর্শন তরে।
না করি তা মুই হেরি নিজ রূপ বিমল মুকুর ধরে ॥
এ শির পাইনু করিতে প্রনতি গোরাপদ শতদলে।
না করিমু তাহা পড়ি আছি সদা স্বার্থের চরন তলে ॥
হেন দশা মোর ভুবন শরন কি হবে কি হবে গতি।
কৃপা করি নাথ ও পদ কমলে ফিরাও এ পাপ মতি ॥ ৩৮ ॥

সংকীর্ত্তনানন্দ রস স্বরূপাঃ, প্রেম প্রদানৈঃ খলু শুদ্ধচিত্তাঃ।
সর্বেমহান্তঃ কিল কৃষ্ণতুল্যাঃ, সংসার লোকান্ পরিতারয়ন্তি ॥ ৩৯ ॥

একি প্রেমলীলা করিল রে গোরা অবতরি কলিকালে।
ভকত তাঁহার ধরে সদা জীবে বেড়িয়ে পীরিতি জালে ॥

গোরার ভকত, গুনের গরিমা, কি আর কহিব ভাই।
কীর্ত্তন আনন্দ, রসের স্বরূপ, সবারে দেখিতে পাই॥
জীব ঘরে ঘরে, নিরন্তর ফিরি, প্রেমনিধি করে দান।
সবে শুদ্ধ চিত, গঙ্গানীর সম, সবাই সরল প্রান॥
কৃষ্ণ সমতুল, ভুবন মঙ্গল অপার করুনাময়।
পরম হরিষে, করে রে জীবের, সংসার বন্ধন ক্ষয়॥ ৩৯॥

যস্মিন দেশে কুলাচারা ধর্ম্মাচারশ্চ নাস্তি বৈ।
তথাপি ধন্য স্তদ্দেশো নাম সংকীর্ত্তনাদ্ধরেঃ॥ ৪০॥

কুলের বিচার, ধরম আচার, বৈদিক করম যত।
যদি কোন দেশ, না মানি বিশেষ, কদাচারে হয় রত॥
কিবা আসে যায় যদি রে তথায় লোক সব ঘরে ঘরে।
সুধামাখা হরি নাম সংকীর্ত্তন করয়ে উল্লাস ভরে॥
ধন্য সেই দেশ ভুবন ভূষণ তাহার বালাই যাই।
নিখিল সংসারে তাহার সমান কোন দেশ আর নাই॥ ৪০॥

যাবতাক্ষ কুতন্ত্রানাং সমুদ্ধারস্য হেতবে।
অবতীর্ণঃ কলৌ কৃষ্ণচৈতন্যো জগতাং পতিঃ॥ ৪১॥

সদা মায়াচর মহা ভয়ঙ্কর কুতন্ত্রী কুটিল মতি।
দুর্ব্বল জীবেরে ধরি নিরন্তর হরষিত হয় অতি॥
হেন মায়াচরে তারি গোরা রায় অমঙ্গল মূল নাশে।
সংসার মঙ্গল সাধনে সতত হৃষ্টে আনি নিজ পাশে॥
তারিতে কুতন্ত্রী মায়া অনুযাত্রী প্রকট গৌরাঙ্গ হরি।
ভুবন পাবন সংসার ভূষণ নিজজন সঙ্গে করি॥ ৪১॥

সর্ব্বাবতারা ভজতাং জনানাং ভ্রাতুং সমর্থাঃ কিল সাধু বার্ত্তা।
ভক্তানভক্ত নাপি গৌরচন্দ্র স্ত্বতার কৃষ্ণামৃত নাম দানৈঃ ॥ ৪২ ॥

সাধুজন মেলি কহেন ফুকারী নিখিল সংসারী জনে।
পূর্ব অবতারে তারেন ভবেশ আপন ভকত গনে ॥
কিন্তু কলিযুগ অবতরি গোরা নদীয়া জনের প্রান।
ভক্ত কি অভক্তে কৃষ্ণ নাম যাচি সতত করেন ত্রান ॥
কৃষ্ণামৃত নামে প্রান সঞ্চারিল কলি হত জীব দেহে।
নবীন জীবনে জীব ফুল্ল মনে মাতিল গৌরাঙ্গ লেহে ॥ ৪২ ॥

চৈতন্য প্রেমদাতাখিল ভুবন জনান্ ভাব হুঙ্কার নাদৈ
গোবিন্দাকৃষ্ণচিত্তাম্ কুবিষয় বিরতান্ করয়া মাস শীঘ্রম।
এবং শ্রীগৌর চন্দ্রে জগতি চ জনিতে বঞ্চিতো যহি মূর্খ
তাপী পাপী সুরাপী হরি ভক্ত বিমুখঃ সর্বদা বঞ্চিতঃ সঃ ॥ ৪৩ ॥

রাধাভাবে গরগর গৌরাঙ্গ আমার রে সিংহনাদ করি প্রেম ভরে।
নিখিল ভুবন চিত কৃষ্ণ পাদ পদ্মে রে মহানন্দে আকর্ষন করে ॥
দেবের দুল্লভ প্রেম ব্রজবাসী ধন রে সংসার প্রমুখে করি দান।
কুবিষয় রস মত্ত জীবের অন্তর রে ফিরান নদীয়াজন প্রান ॥
যে মূঢ় সংসারে হেন গৌরাঙ্গে বঞ্চিত রে বিশ্বাস ভকতি নাহি ধরে।
তাপী পাপী হরিগুরু বিমুখ সুরাপী রে তা সম নাহিক ধরা পরে ॥৪৩॥

ত্রিভুবন কমনীয়ে গৌরচন্দ্রেঽবতীর্ণে
পতিত যবন মূর্খাঃ সর্বথা স্ফোটয়িন্ত।
ইহ জগতি সমস্তা নাম সংকীর্ত্তনার্ত্তা
বয়মপিচ কৃতার্থাঃ কৃষ্ণ নামাশ্রয়াযৎ ॥ ৪৪ ॥

ভুবন মোহন গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রকট অবণী তলে।
পতিত যবন মূর্খ আদি তাই ভাসিয়ে আনন্দ জলে॥
কি বিচিত্র দশা হেরি চারিদিকে এ হেন মায়ায় ধামে।
বিষয় কুরস ভুলি হল জীব প্রমত্ত শ্রীকৃষ্ণ নামে॥
কি আর অধিক মুইরে চণ্ডাল ভক্তিহীন জ্ঞান দাস।
কৃষ্ণ নামাশ্রয়ে হইনু কৃতার্থ পূর্ণ মোর অভিলাষ॥৪৪॥

মধুর মধুর মেতদ্বৈষ্ণবানাংচরিত্রং
কলিমল কৃতহীনান্ দোষবুদ্ধ্যানজগ্নু।
সকল নিগম সারং নাম দাতুং চ তত্র
প্রবল করুণয়া শ্রীগৌরচন্দ্রোঽবতীর্ণঃ॥ ৪৫॥

মরি কি বিচিত্র বৈষ্ণব চরিত্র মধুর মধুর অতি।
অদোষ দরশী ক্ষমা পরায়ন বিমল সরল মতি॥
কলি অনুগত পাপ বশীভূত সদাচার হীন জনে।
পরম আদরে করে আলিঙ্গন গোরায় ভকত গণে॥
হরে কৃষ্ণ নাম ব্রজ প্রেমধাম সকল নিগম সার।
বিলাইতে হলো প্রবল কৃপায় গৌরহরি অবতার।৪৫॥

লোকান সমস্তান্ কলি দুর্গ বারিধে,
র্ণাম্না সমুত্তার্য্য স্বতঃ সমর্পিত।
শ্রীগৌরচন্দ্রে হরি বৈষ্ণবানাং,
নাম্নশ্চ তত্ত্বং কথিতং জনে জনে॥ ৪৬॥

ভবসিন্ধু মাঝে মায়া মহাদ্বীপ, বিথারী বিশাল কায়।
ধরে শিরোপরে, দৃঢ় কলি দুর্গ, মনির কিরীট প্রয়॥

সে দুরগ মাঝে, কারাবাসী জীব, বদ্ধ হয়ে নিরন্তর।
কলুষ আচার, কুটিল ব্যাভার, করে সদা পরস্পর ॥
নাম মহা অস্ত্রে, জিনি মায়া দ্বীপ, ভূমিস্মাৎ দূর্গ করি।
বদ্ধ জীবদলে, করিল উদ্ধার, দয়াল গৌরাঙ্গ হরি ॥
তারপরে গোরা, অপার কৃপায়, মুক্ত জীবে জনে জনে।
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব, নাম তত্ত্ব নিধি, দিলেন প্রফুল্ল মনে ॥ ৪৬ ॥

যাবন্তো বৈষ্ণবালোকে পরিত্রানস্থ হে তবে।
রটন্তি প্রভুনাদিষ্টা দেশে দেশে গৃহে গৃহে ॥ ৪৭ ॥
গোরা কি খেলা খেলিছে ভবে। ধ্রু।

তাপদগ্ধ জীবে, নিরখি কাতর, তাঁহার সেবক সবে ॥
প্রভুর আদেশে, সেবক সকল, সাধিতে জীবের ত্রান্।
ফিরি দেশে দেশে, পশি ঘরে ঘরে, নাম সুধা করে দান ॥৪৭॥

জগদ্বন্ধো জগত কর্ত্তা জগতাং ত্রান হেতবে।
যত্রতত্র হরেঃ সেবা কীর্ত্তনে স্থাপিতে সুখে ॥ ৪৮ ॥
গোরা ত্রিতাপ যাতনা হারী। ধ্রু।

জগতের বন্ধু, এ বিশ্ব জনক, ভবসিন্ধু ত্রানকারী ॥
যেখানে সেখানে, প্রতি নিকেতন, কীর্ত্তন সেবন বিধি।
মহাসুখ ভরে, করিলা স্থাপন, জীব সখা গোরানিধি ॥ ৪৮ ॥

গৌরাঙ্গঃ প্রেমমূর্ত্তি র্জগতি, যদবধি প্রেমদানং করোতি।
পাপী তাপী সুরাপী নিখিল জন, ধন স্থাপ্যহারী কৃতঘ্নঃ।
সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ স্বকীয়ান্ বিষমিব, বিষয়ং সংপরিত্যজ্য কৃষ্ণং,
গায়ন্তুচৈঃ প্রেমত্তাস্তদবধি বিকলাং, প্রেম সিন্ধৌ বিমগ্নাঃ ॥ ৪৯ ॥

যদবধি গোরা, ধরি প্রেম মূর্ত্তি, প্রকটি ধরণী বাসে।
গোপিনী সর্ব্বস্ব, প্রেম মহানিধি, যাচিচ্ছেন মহোল্লাসে ॥
তদবধি দেখ, যত পাপীতাপী, সুরাপি কৃতঘ্ন জন।
নিখিল জনের, স্থাপ্যধন হারী, আদি করি জীবগন ॥
নিজ নিজ ধর্ম্ম, বিষয় গরল, পাসরি একান্ত মনে।
বাহু পরি হরি, মত্ত দিশি নিশি, কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তনে ॥
নাম সুধা পানে, বিভোর সবাই, না জানে আপন পর।
প্রেমসিন্ধু মাঝে, মহাভাব ভরে, নিগমন নিরন্তর ॥ ৪৯ ॥

যেষাং কস্মিন যুগে নাভুন্নিস্তারো বহু জন্মনি।
কলৌ তেতে সুখে মগ্না নাম গান প্রসাদতঃ ॥ ৫০ ॥

যুগ যুগান্তরে, অশেষ জনমে, না ছিল নিস্তার যার।
কলিতে সেজন, শ্রীনাম প্রসাদে, গেল রে সংসার পার ॥
সংসার রাক্ষসী, সেজনারে ধরি, না পারে গ্রাসিতে আর।
ধন্য কলি যুগ, ধন্য রে করুনা, ধন্য গোরা অবতার ॥ ৫০ ॥

হরের্ণাম্নাং প্রসাদেন নিস্তরেৎ পাতকী জনঃ।
উপদেষ্টা স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্যো জগদীশ্বরঃ ॥ ৫১ ॥

হরেকৃষ্ণ নাম, প্রসাদে নিস্তার, পাইল পাতকী জন।
ভীষণ সংসার, কাল হস্ত হতে, মুক্ত তেঁহ : সুক্ষণ ॥
স্বয়ং উপদেষ্টা, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, অখিল ভুবনেশ্বর।
গোরা অবতারে, ধন্য কলি জীব, এ হেন সৌভাগ্য ধর ॥ ৫১ ॥

অখিল ভুবন বন্ধুর্ণামদাতা কৃপালুঃ।
কষিত কনক বর্ণঃ সর্ব মাধুর্য্য পুনঃ ॥

অতি সুমধুর হাসঃ স্নিগ্ধদৃক্ প্রেমভাসঃ।
স্ফুরতুঃ হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ॥ ৫২॥

গোরাগুনের বালাই যাই। ধ্রু।

ভীষন সংসারে, জীব সখা গোরা, তাঁ সম কৃপালু নাই॥
নাম সুধাদানে, না করে বিচার, না মানে আপন পর।
গৌরাঙ্গ আমার, দাতা শিরোমনি, মায়ার বন্ধন হর॥
কষিত কনক, বরন শরীর, মাধুর্য্য আকর গোরা।
কোমল কটাক্ষে, সুমধুর হাস্তে, দিক করে প্রেমে ভোরা॥
হেন নটবর, গোরা শশধর, হৃদয় গগন বাসে।
অজ্ঞান তিমির, বিনাশি রে যেন, সাঙ্গো পাঙ্গে পরকাশে॥৫২॥

অতি মধুর চরিত্রঃ কৃষ্ণনামৈক মন্ত্রো,
ভুবন বিদিত সর্ব্ব প্রেমদাতা নিতান্তঃ।
বিপুল পুলকধারী চিত্তহারী জনানং,
স্ফুরতু হৃদয় মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ॥ ৫৩॥

গোরার চরিত্র মধুর অতি। ধ্রু।

হরে কৃষ্ণ নাম, মহামন্ত্র বলে, ফিরাল জীবের মতি॥
ভুবন বিদিত, গৌরাঙ্গ আমার, সর্ব্ব প্রেমরস দাতা।
সংসার তারণ, জীবের শরণ, নিখিল ভুবন পাতা॥
বিপুল পুলক, পূর্ণ কলেবর, সকল মানস হারী।
বিরিঞ্চি বাসব, শঙ্কর নারদ, অনুক্ষণ আজ্ঞা কারী॥
হেন নটবর, গোরা শশধর, হৃদয় গগন বাসে।
অজ্ঞান তিমির, বিনাশি রে যেন, সাঙ্গো পাঙ্গে পরকাশে॥৫৩॥

সকল নিগম সারঃ পূর্ণ পূর্ণাবতারঃ,
কলি কলুষ বিনাশঃ প্রেমভক্তি প্রকাশঃ।
প্রিয় সহচর সঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ্যা বিলাসী,
স্ফুরতু হৃদয় মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥ ৫৪ ॥

গোরা সকল নিগম সার । ধ্রু ।

এ কলি কলুষ, বিনাশন গোরা, পূর্ণ পূর্ণ অবতার ॥
গোরার কৃপায়, হল রে প্রকাশ, প্রেমভক্তি ধরা পরে ।
প্রিয়দাস সঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে গোরা, অনন্ত বিলাস করে ॥
হেন নটবর, গোরা শশধর, হৃদয় গগন বাসে ।
অজ্ঞান তিমির, বিনাশি রে যেন সাঙ্গো পাঙ্গে পরকাশে ॥ ৫৪ ॥

জগদতুল মনোজ্ঞো নাট লীলাভিবিজ্ঞঃ,
কলিত মধুর বেশৈর্মূর্চ্ছিতা শেষ দেশঃ।
প্রবল গুন গভীরঃ শুদ্ধ সত্ত্ব স্বভাবঃ,
স্ফুরতু হৃদয় মধ্যে গৌর চন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥ ৫৫ ॥

গোরা আমার জগতে অতুল । ধ্রু ।

মোহন মূরতি, নিরখি গোরার, কুলবতী ছাড়ে কুল ॥
নাট্য লীলাবসে পরম পণ্ডিত ধরিরে মধুর বেশ ।
হাসি হাসি গোরা মন হরি করে মূর্চ্ছিত অশেষ দেশ ॥
গোরা গুণ রাশী প্রবল গভীর শুদ্ধ সত্ত্ব ভাব তাঁর ।
সংসার মানস হরিতে নাহিরে গোরা সম কেহ আর ॥
হেন নটবর গোরা শশধর হৃদয় গগন বাসে ।
অজ্ঞান তিমির বিনাশি রে যেন সাঙ্গে পাঙ্গে পরকাশে ॥ ৫৫ ॥

নিরবধি গলদশ্রুঃ স্বেদযুক্তঃ সকম্পঃ,
পুলক বলিত দেহঃ সর্ব্বলাবণ্য গেহঃ।
মনসিজ শতচিত্ত ক্ষোভকারী যশস্বী,
স্ফুরতু হৃদয় মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥ ৫৬ ॥

গোরা রাধাভাবে গরগর। ধ্রু।

নয়ন কমলে সুরধনী ধারে অশ্রুঝরে নিরন্তর ॥
স্বেদকম্পন যুত, সে মোহন তনু পুলক পূরিত দেহ।
কামিনী মোহন কনক কাঁতিয়া সকল লাবনি গেহ ॥
শত মনসিজ চিত ক্ষোভ কারী গোরার লাবণ্য চয়।
গোরা যশে ভোরা হয়ে ত্রিসংসার গায় সুখে গোরা জয় ॥
হেন নটবর গোরা শশধর হৃদয় গগণ বাসে।
অজ্ঞান তিমির বিনাশি রে যেন সাঙ্গোপাঙ্গে পরকাশে ॥ ৫৬ ॥

শমন দমন নাম কৃষ্ণনাম প্রদানঃ,
পরম পতিত দীন ত্রান কারুণ্য সীমঃ।
ব্রজ বিপিনরহস্য প্রোল্লসচ্চারু গাত্র,
স্ফুরতু হৃদয় মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥ ৫৭ ॥

গোরা মোর দাতা শিরোমণি। ধ্রু।

শমন দমন, হরে কৃষ্ণ নামে, উদ্ধারিলা এ অবনী ॥
পরম পতিত, দীন হীন জনে, লয়ে যায় বৃন্দাবনে।
কে কোথা দেখেছে, এমন করুনা, কোন কালে এ ভুবনে ॥
সে ব্রজ বিপিন, রহস্য স্মরণে, গোরার সুচারু কায়।
রসে উলসিত, পুলক আরলী কিবা রে প্রকাশ পায় ॥

হেন নটবর, গোরা শশধর, হৃদয় গগন বাসে।
অজ্ঞান তিমির, বিনাশি রে যেন, সাঙ্গো পাঙ্গে পরকাশে ॥ ৫৭ ॥

সকল রস বিদগ্ধঃ কৃষ্ণ নাম প্রমোদঃ,
প্রবল গুন গভীরঃ প্রানি নিস্তারধীরঃ।
নিরূপম তনুরূপঃ জ্যোতিতানঙ্গ ভূপঃ,
স্ফুরতু হৃদয় মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্র ॥ ৫৮ ॥

গৌরাঙ্গ আমার, রসিক শেখর, সর্ব্ব রস নিকেতন।
কৃষ্ণ নাম রস, সুধা আস্বাদনে, প্রমোদিত তনু মন ॥
গোরারূপ রাশি, না জানি কহিতে, প্রবল গভীর অতি।
জীবের নিস্তার, করেন হরিষে, সেই সে অগতি গতি ॥
গোরা তনু কাঁতি, নিরুপম অতি, মানস কাড়ি রে লয়।
রূপ মাঝে যেন, সে অনঙ্গ ভূপ, অবিরত বিলসয় ॥
হেন নটবর, গোরা শশধর, হৃদয় গগন বাসে।
অজ্ঞান তিমির, বিনাশি রে যেন, সাঙ্গো পাঙ্গে পরকাশে ॥ ৫৮ ॥

বিমল কমল বক্ত্রঃ পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠ,
স্তিল কুসুম সুনাসঃ কম্বু কণ্ঠঃ সুদীর্ঘঃ।
সুবলিত ভুজ দন্তঃ নাভি গভীর রূপঃ,
স্ফুরতু হৃদয় মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥ ৫৯ ॥

বিকচ কমল, কাঁতি বিনিন্দিত, গোরার সে মুঁখ খানি।
নিরখি বারেক, সে মুখ সুষমা, থির থাকে কোন প্রানী ॥
পক্ক বিম্ব সম, সে ওষ্ঠ অধর, সে পানি চরন তল।
কুলবতী কূল, যোগাযোগ বল, টুটে কিবা অবিরল ॥

তিল ফুল জিনি, সুনাসা দীঘল, কম্বু কণ্ঠ মনোহর।
আজানুলম্বিত, সুবলিত ভুজ, সুগভীর নাভীবর ॥
হেন নটবর, গোরা শশধর, হৃদয় গগন বাসে।
অজ্ঞান তিমির, বিনাশি রে যেন, সাঙ্গো পাঙ্গে পরকাশে ॥ ৫৯ ॥

কষিত কনক কান্তেঃ সার লাবণ্য মূর্ত্তিঃ,
কলি কলুয বিহন্তা যস্ত কীর্ত্তির্বরিষ্ঠা।
অখিল ভুবন লোকে প্রেমভক্তি প্রদাতা,
স্ফুরতু হৃদয় মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥ ৬০ ॥

কষিত কনক, কান্তি মনোহর, মূরতি লাবণ্য সার।
এ কলি কলুষ, বিনাশী বলিয়া, এ সংসারে কীর্ত্তি যার ॥
প্রেমভক্তি দান, করি যেই দেব, অখিল ভুবন জনে।
করিল প্রমত্ত, জীবের অন্তর, হরি নাম সংকীর্ত্তনে ॥
হেন নটবর, গোরা শশধর, হৃদয় গগন বাসে।
অজ্ঞান তিমির, বিনাশি রে যেন, সাঙ্গো পাঙ্গে পরকাশে ॥ ৬০ ॥

বহুবিধ মনিমালা বদ্ধ কেশো বিচিত্রো,
মলয়জ তিলকোজ্জ্বাল দেশোহল কালিঃ।
শ্রবন যুগল লোলং কুণ্ডলো হার রক্ষাঃ,
স্ফুরতু হৃদয় মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥ ৬১ ॥

কিবা বহুবিধ, মনিমাল বন্ধ, চাঁচর চিকুর যাঁর।
শ্রবন যুগলে, দুলিছে কুণ্ডল; বক্ষো পরে মনিহার ॥
চন্দন চিত্রিত, অলকা তিলকা, সে ভাল নাসিকা পরে।
বিকচ কমলে, অলীদল সম, কেমন সৌন্দর্য্য ধরে ॥

হেন নটবর, গোরা শশধর, হৃদয় গগন বাসে।
অজ্ঞান তিমির, বিনাশি রে যেন, সাঙ্গো পাঙ্গে পরকাশে ॥ ৬১ ॥

যদবধি হরিনাম প্রাচুরাসীৎ পৃথিব্যাং
তদবধি খলু লোকা বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বত্রতে।
তিলক বিমল মালা নাম যুক্তা পবিত্রা
হরি হরি কলি মধ্যে এব মেবং বভূর্ব ॥ ৬২ ॥

যে অবধি গোরা, প্রকটি ধরায়, প্রচারিল কৃষ্ণ নাম।
সে অবধি লোক, হইল বৈষ্ণব, অশেষ প্রেমের ধাম ॥
তিলক ধারণে, রুচি সবাকার, পবিত্র হইল মন।
বিমল তুলসী, মালা ধরি গেলে, হৈল নাম পরায়ন ॥
হরি হরি মরি, এ হেন সম্পদ, আছিল কলির ভালে।
গোরার কৃপায়, জীব কুল আর, না ডরে সংসার কালে ॥৬২॥

জীবে পূর্ণ দয়া যতঃ করুনয়া
হা হা রবৈঃ প্রার্থনাং,
হে হে কৃষ্ণ কৃপানিধে ভব,
মহাদাবাগ্নি দগ্ধান্ জনান্।
ত্রাহি ত্রাহি মহাপ্রভো স্বকৃপয়া,
ভক্তিং নিজাং দেহ্যমূ,
মেবং গৌরহরেঃ সদা প্রকুরুতে,
দীনৈক নাথ প্রভুঃ ॥ ৬৩ ॥

জীব প্রতি পূর্ণ কৃপা করে গোরা রায় রে, নিরখি সে মায়ার তাড়ন।
কভু কৃপাবশে পহুঁ জীব শিব লাগি রে, হা হা রবে করেন প্রার্থন ॥

হে কৃষ্ণ করুনা সিন্ধু কাঙ্গাল শরণ হে, কৃপা নেত্রে চাহি জীব প্রতি।
ভব মহাদাবানলে দগধ জনেরে হে, ত্রাহি ত্রাহি অগতির গতি॥
কভু বা শ্রীগৌরহরি নিজ ভক্তি নিধি, কৃপা বশে দেন জীব গনে।
এইমত অবিরত প্রভু দীননাথ রে, জীব শুভ সাধে হৃষ্ট মনে॥ ৬৩॥

বিষন্ন চিত্তান কলি পাপ ভীতান, সংবীক্ষ্য গৌরে হরি নাম মন্ত্রং।
স্বয়ং দদৌ ভক্ত জনান্ সমাদিশেৎ, কুরুস্ব সংকীর্ত্তন নৃত্য বাদ্যন্॥ ৬৪॥

মায়া অধিকারে, জীবের দূর্গতি, নিরখি বিদরে মন।
বিষন্ন অন্তর, কলি পাপ ভয়ে, ভীত জীব অনুক্ষণ॥
জীবের এ দশা, হেরি গোরাশশী, হরি নাম মন্ত্র বলে।
নিখিল জীবের, অমঙ্গল রাশি, ঘুচায়েন কুতূহলে॥
আপন সেবকে, আদেশিলা পহুঁ জীবের মঙ্গল তরে।
নাচিতে গাইতে, বাদ্য কোলাহলে, সদা জীব ঘরে ঘরে॥
নিরখি সে নৃত্য, শুনি সে কীর্ত্তন, অসহায় জীব দলে।
পাসরি যতেক, শোক তাপ দুখ, ভাসিল আনন্দ জলে॥ ৬৪॥

হরে মূর্ত্তীং স্বরূপাঙ্গাং ত্রিভঙ্গ মধুরাকৃতিং
ইতি গৌরোবদে ভক্তান্ স্থাপয়ত্ব গৃহে গৃহে॥ ৬৫॥

শ্রীনন্দ নন্দন, বিগ্রহ সুন্দর, জলদ বরণ কাঁতি।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, শ্রীঅঙ্গ মোহন, মধুর মধুর ভাঁতি॥
কহে গোরা রায়, ওরে কলি জীব, সবাই উল্লাস ভরে।
হেন শ্রীবিগ্রহ করিরে স্থাপন পূজ পূজ ঘরে ঘরে॥৬৫॥

সুশোন পদ্ম পত্রাক্ষঃ সুবিম্বাধর পল্লবৈঃ,
সুনাসাপুট লালিত্য গৌরচন্দ্রং নমোস্তুতে॥ ৬৬॥

গোরা রূপ মনো মোহনিয়া। ধ্রু।

কিবা শোন পুষ্প, রক্ত কমলাভ, সে নয়ন সুকাঁতিয়া॥
পক্ক বিম্ব জিনি, অধর লাবণি, কি লালিত্য নাসিকায়।
হে গৌরাঙ্গ বিধু, প্রনতি আমার, তুঁহার কমল পায় ॥৬৬॥

কন্দর্প কোটি লাবণ্য কোটি চন্দ্রাননত্বিষে,
কোটি কারুণ্য পুষ্পাভগৌরচন্দ্র নমোস্তুতে ॥ ৬৭ ॥

কিবা কোটি কোটি, কন্দর্প লাবনি, মলিন গোরার আগে।
সে বদন কাঁতি, হেরি কোটি কোটি, সুধাংশু সলাজে ভাগে॥
কত কোটি কোটি, হেমাভ প্রসূন, নিরখি সে গোরা তনু।
বিরস অন্তরে, ত্যজি বৃন্তাসন, শুকায় সলাজে যনু॥
নমি হে গৌরাঙ্গ, লাবণ্য সাগর, নিখিল সৌন্দর্য্য ধাম।
তুঁহার চরণ, কোকনদে যেন, পড়ি রহি অবিরাম ॥৬৭॥

সুমুক্তা দন্ত পঁক্ত্যাভো হাস্য শোভা শুভাকরম্।
সিংহগ্রীব লসৎকণ্ঠ গৌরচন্দ্রো নমোস্তুতে ॥ ৬৮ ॥

গোরা রূপ রাশি, শোভার ভাণ্ডার, মন প্রান কাড়ি লয়।
দন্ত কাঁতি হেরি, শুকতি মাঝারে, মুকুতা লুকায়ে রয়॥
সে চাঁদ বদনে, কিবা হাস্য শোভা, সংসার মঙ্গল কর।
সে হাস্য কিরণে, শোক দুখ তম, দূরে যায় নিরন্তর॥
দিব্য কম্বু কণ্ঠ, সিংহ গ্রীব গোরা, নিখিল আনন্দ ধাম।
নবদ্বীপ চন্দ্র, চরণে তোমার, নতি মোর অবিরাম ॥ ৬৮ ॥

মল্লি মালোল্ল সদ্বক্ষাঃ কর্ণালম্বিত মৌক্তিকঃ,
কঙ্গনাঙ্গদ সংযুক্ত মহাভুজ নমোস্তুতে ॥ ৬৯ ॥

গোরা চারু বক্ষে, শোভে মল্লি মাল, শ্রবনে মুকুতা দলে।
কঙ্গন অঙ্গদে, শোভিত শ্রীভুজ, নিরখি মানস ভোলে॥
হে গৌরাঙ্গ নিধি তুয়া রূপ হেরি বিমোহিত মীন কেতু।
শত শত নতি ও রাঙ্গা চরণে সংসার তারন সেতু॥ ৬৯॥

মৃগেন্দ্র মধ্য কঙ্কাল জান্নুরম্ভাতি সুন্দর।
কূর্ম্ম পৃষ্ঠ পদদ্বন্দ গৌরচন্দ্র নমোস্তুতে॥ ৭০॥

কেশরী কঙ্কাল জিনি কটিদেশ কূর্ম্ম পৃষ্ঠ গৌরহরি।
রম্ভা বিনিন্দিত জানু মনোহর মানস লয় গো হরি॥
ও পদ কমলে হে গৌর সুন্দর অশেষ প্রনতি মোর।
এই কর নাথ যেন নিশি দিশি তুয়া নামে হই ভোর॥ ৭০॥

আশ্রয়ে তব পাদাব্জং কলিকাচম্প কাঙ্গুলম্।
কৃপাং কুরু দয়ানাথ গৌরচন্দ্র নমোস্তুতে॥ ৭১॥

ও পদ কমলে শোভিছে অঙ্গুলি চম্পক কলিকা প্রায়।
ও পদ আশ্রয়ে থাকি দিবানিশি যেন হে জীবন যায়॥
হে দয়া জলধি কৃপা নেত্রে চাহি কর মোরে অঙ্গীকার।
তোমার অভয় চরন সরোজে নতি মোর বার বার॥ ৭১॥

নখপংক্তি জিতানেক মাণিক্য মুকুরস্থ্যতে।
চরনে শরনং যাচে গৌরচন্দ্র নমোস্তুতে॥ ৭২॥

গোরা নখ হেরি মানিক মুকুর সলাজে মলিন কিবা।
ও পদ শরণে যেন মুই বঁধু থাকি হে যামিনী দিবা॥
ভুবন পাবন কাঙ্গাল শরণ নদীয়া বিহারি হরি।
এ ভব সাগরে নমি তোমা নাথ দেহিও চরণ তরী॥ ৭২॥

ধ্বজবজ্রাঙ্কিতে পাদপদ্মেঽহং শরণং গতঃ।
করিষ্যতি যমঃ কিং মে গৌরচন্দ্র নমোস্তুতে ॥ ৭৩ ॥

ধ্বজ বজ্রাঙ্কিত ও পদ কমলে শরন লইনু আমি।
করাল কৃতান্তে কি ভয় আমার এখন ভুবন স্বামী ॥
হে নদীয়া প্রান ও চরনাম্বুজে এ মোর অশেষ নতি।
তুয়া নাম রসে সদা হয়ে ভোর থাকে যেন মোর মতি ॥ ৭৩ ॥

শত শত পতিতানাং ত্রান কর্ত্তা প্রভুস্ত্বং
কথমপি কিমূদোষে বঞ্চিতোঽহং প্রপন্ন।
কলি ভয় কৃতভীতং ত্রাহিমাং দীনবন্ধো
শরণগত গতিস্ত্বং কিংব্রুবে গৌরচন্দ্র ॥ ৭৪ ॥

কত শত শত পাতকী মোচন হেলায় কর হে নাথ।
কি দোষে করিলে আমারে বঞ্চিত না করিলে আত্মসাথ ॥
কলি ভয়ে সারা মুই দীনবন্ধু ত্রাহি ত্রাহি ভবেশ্বর।
এ ভব সংসারে তুমি গতি মোর কৃপা কর নটবর ॥
তাঁহার গোচর মর্ম্ম ব্যথা মোর তুমি নাথ অন্তর্য্যামী।
শরণ লইনু ও পদে বিকানু কি আর বলিব আমি ॥ ৭৪ ॥

কিমদ্ভুতং গৌরহরেশ্চরিত্রং
নামোপদেশাদ্ধরিমাশ্রয়ন্তি।
নৃত্যন্তি গায়ন্তি রুদন্তি লোকা
রটন্তি অর্থ্যান হরিভক্ত যুক্তাঃ ॥ ৭৫ ॥

গৌরাঙ্গ চরিত্র মরি কিবা অপরূপ রে কোন যুগে হেন নাহি আর।
গৌর নাম উপদেশে নিখিল সংসার রে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় কৈল সার ॥

ঘরে ঘরে লোক এবে মহাপ্রেম ভরে রে, কভু নাচে গায় কভু কাঁদে।
কভু নাম প্রয়োজন করিছে প্রচার রে,. পড়ি সবে গোরা ভক্তি ফাঁদে ॥৭৫॥

নিরন্তর কৃষ্ণ কথা পরস্পরং
সুভক্তিদং নাম হরের্বদন্তি বৈ।
জল্পন্তি লোকা ভুবি ভাব বিহ্বলা
গৌরেঽবতীর্ণে কলি পাপ নাশতে ॥ ৭৬ ॥

জীবে কৃপা করি, গৌরাঙ্গ শ্রীহরি, প্রকটি ধরনী বাসে।
মায়ার চাতর, কলি পাপ গিরি, হেলা সমূলে নাশে।
তাই নিরন্তর, লোক পরস্পর, কৃষ্ণ কথা রসে ভোর।
শুদ্ধ ভক্তি ধাম, হরি নামাশ্রয়ে আস্বাদে আনন্দ ওর ॥
লোকের এ দশা, করি আলোচনা, গোরার ভকত গন।
প্রেমে গরগর, আপনা পাসরি, আনন্দে বিহ্বল মন ॥৭৬॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপরেষু যজ্ঞ ধ্যান তপোব্রতৈঃ।
কেষাং কেষাং ফলং জাতং শুদ্ধ ধর্ম্ম বিধানতঃ ॥ ৭৭ ॥

সত্য ত্রেতা আর, দ্বাপর ত্রিযুগে সংসার নিবাসী জন।
তপ যজ্ঞ ধ্যান, ব্রত পরায়ন, আছিল রে অনুক্ষণ ॥
এইরূপ শুষ্ক, কঠোর ধরম, আচরি বিধান মত।
কভু ভাগ্য বশ, হইত কাভার, পূর্ণ মনোরথ যত ॥ ৭৭ ॥

কলৌ শ্রীগৌর কৃপয়া নাম মাত্রৈক জল্পকাঃ।
কৃষ্ণ সান্নিধ্য সংপ্রাপ্তঃ প্রেমভক্তি পরায়ণা ॥ ৭৮ ॥

কিন্তু কলিযুগে, গৌরাঙ্গ কৃপায়, এক মাত্র নাম বলে।
হয়ে প্রেমভক্তি, পরায়ন লোক, শ্রীকৃষ্ণ সমীপে চলে ॥ ৭৮ ॥

অন্নু ব্রহ্মাণ্ডয়োর্ম্মধ্যে চৈতন্যেন সমাহৃতম্।
হরে কৃষ্ণ রাম নাম মালাং ভক্তি প্রদায়িনীম্ ॥ ৭৯ ॥

হরে কৃষ্ণ রাম, নামে গাঁথি গোরা, ভকতি দায়িনী মালা।
ব্রহ্মাণ্ডের গলে, পরায়ে স্বকরে, হরিল ত্রিতাপ জ্বালা ॥
ধন্য ধন্য গোরা, দাতা শিরোমনি বিমল পীরিতি খনি।
নাশিল বিপদ, জীবে করি দান, কৃষ্ণ নাম চিন্তামনি ॥৭৯॥

জল্পন্তি হরি নামানি চৈতন্য জ্ঞান রূপতঃ।
ভজন্তি বৈষ্ণবান্ হেতু গচ্ছন্তি হরেঃ পদম্ ॥ ৮০ ॥

যেই শ্রীচৈতন্য, সেই হরি নাম, এরূপ যাহার জ্ঞান।
শ্রীবৈষ্ণব পদ, কমলে সতত যেই জন ভক্তিমান ॥
সে জন নিশ্চয়, এ জীবন অন্তে, পরম আনন্দ মনে।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে, করিবে বসতি, নবদ্বীপ বৃন্দাবনে ॥ ৮০ ॥

শৃন্বন্তি যে বৈ গুরু তত্ত্ব গাথাং,
গায়ন্তি যত্নে হরিনাম মন্ত্রম্।
পূজ্যন্তি সাধু গুরু দেবতাঞ্চ,
চৈতন্য ভক্তাঃ কলিকাল মধ্যে ॥ ৮১ ॥

গুরুতত্ত্ব গাথা, যে করে শ্রবন, পরম আদর ভরে।
হরি নাম মন্ত্র, যে গায় যতনে, প্রেমানন্দে উচ্চস্বরে।
যে পূজে দেবতা, সাধু গুরুজন, সতত ভকতি মনে।
গৌরাঙ্গ ভকত, বলি কলিকালে, জানিবে রে সেই জনে ॥ ৮১ ॥

কৃষ্ণচৈতন্যদেবেন হরিনাম প্রকাশিতম্।
যেন কেনাপি তৎপ্রাপ্তং ধন্যোঽসৌ লোক পাবনঃ ॥ ৮২ ॥

গৌরাঙ্গ আমার, করিল প্রচার, হরি নাম প্রেমধাম।
এ সংসারে যেই, করিল গ্রহন, ভাগ্যবশে সেই নাম ॥
ধন্য সেইজন, ত্রিলোক পাবন, তাঁহার বালাই যাই।
অন্তিম সময়ে, যেন রে মু তাঁর, শ্রীপদ কমল পাই ॥ ৮২ ॥

যদি স্যাদ্ বৈষ্ণবে প্রীতিঃ সদা কীর্ত্তন লম্পটঃ।
গৌরাঙ্গচন্দ্র বিমুখঃ ন বৈভাগবতোঽপিসঃ ॥ ৮৩ ॥

শ্রীবৈষ্ণবে যাঁর প্রীতি নিরন্তর, যে জন কীর্ত্তন রত।
তাঁর প্রতি গোরা, আনন্দের ধাম, অনুকুল অবিরত ॥
সে জন জানিবে, ভাগবত মনি, এ সংসার অলঙ্কার।
জনম জনম, হই যেন মুই, চরনে কিঙ্কর তাঁর ॥ ৮৩ ॥

অনন্য চেতা হরিমূর্ত্তি সেবাং।
করোতিনিত্যং যদি ধর্ম্ম নিষ্ঠাঃ।
তথাপি ধন্যো নহি তত্ত্ব বেত্তা,
গৌরাঙ্গ চন্দ্রে বিমুখো যদি স্যাৎ ॥ ৮৪ ॥

অনন্য অন্তরে, শ্রীকৃষ্ণ মূরতি সদা সেবে যেইজন।
ধর্ম্মনিষ্ঠ মনে ধরম করম করে যেই অনুক্ষন ॥
কিন্তু রে সেজন, গৌরাঙ্গে আমার যদ্যপি বিমুখ হয়।
তত্ত্ব অনভিজ্ঞ পশুসম সেই সে কভুঁরে ধন্য নয় ॥ ৮৫ ॥

কিম্ সুখমুপ ভোক্তুং বাঞ্ছয়ে দ্বঞ্চিতোসৌ,
সকল নিগম সিদ্ধং গৌরচন্দ্রংন বেত্তি।
হরি হরি কথমেৎ কুত্র জাতং চরিত্রং,
স ভবজলধি মধ্যে কুম্ভিপাকে পপাত ॥ ৮৫ ॥

সকল নিগম সিদ্ধ গৌরাঙ্গ আমাররে তাঁহে যার রতি নাহি ভেল
কি সুখ ভুঞ্জিতে বাঞ্ছে সে বঞ্চিত জনরে বৃথারসে দিন তার গেল ॥
শ্রীগৌরাঙ্গে রতিহীন স্বভাব যাহাররে হরি হরি কোথা জন্ম তার ।
এভব জলধি মাঝে সে পশুর ভাগ্যেরে আছে মাত্র কুম্ভিপাক সার ॥ ৮৫ ॥

শচীসূত পদাম্বুজেশরণ মাত্রমন্বেষনং ।
করেমি কুলদেবতে প্রবলকাতরে বৈষ্ণবাঃ ॥
কৃপাং করুত সর্ব্বদা ময়ি বিচিত্র বাঞ্ছাস্পদং,
সম প্রনতো চেতস্থে ভবতু সিদ্ধ রব্যাহতা ॥ ৮৬ ॥

গোরা পদাম্বুজে, শরন কেবল, করি মুই অন্বেষন ।
কুলের দেবতা, বৈষ্ণব গোসাঞি চরনে মজায়ে মন ॥
দৈব দোষে মুই, বড়ই কাতর, ত্রিতাপ জ্বালায় মরি ।
নিজ মহিমার, দেহ পরিচয়, আমারে উদ্ধার করি ॥
এই কৃপামোরে, কর গোরা দাস, এ মোর প্রনত মন ।
জীব শিব আদি, বাসনা আধার, হয় যেন অনুক্ষন ॥
নিবেদন আর, চরনে সবার, পূরাহ করুনা করি ।
ভজন সাধন করি সমাপন, পাই যেন গৌর হরি ॥ ৮৬ ॥

নধনং ন যশো ন কুলং ন তপো,
নজনং ন শুভং ন সুতং ন সুখম্ ।
চরনে শরনং তব গৌরহরে,
সম জন্মনি জন্মনি দেহি বরম ॥ ৮৭ ॥

নাহি চাহি ধন, নাহি চাহি জন, নাহি চাহি যশকভু ।
নাহি চাহি কুল, নাহি চাহি তপ নাহি চাহি সুখ প্রভু ॥

নাহি চাহি শুভ, নাহি চাহি সুত, দেহ মোরে এই বল।
জনম জনম, ও পদে শরন, পাই যেন রাসে শ্বর ॥ ৮৭ ॥

নানা ক্লেশ ময়াযুক্তং স্মৃতি হীনঞ্চ মাং প্রভো ॥
ভবতীতাদ গৌরচন্দ্র ত্রাহি ত্রাহি কৃপানিধে ॥ ৮৮ ॥

নানা ক্লেশযুত, মুই হে বঁধুয়া স্মৃতি হীন ও চরণে।
ভব ভয় হতে, ত্রাহি কৃপানিধি, এ ঘোর বিপন্ন জনে ॥ ৮৮ ॥

অনেক জন্ম ভ্রমনে মুনুষ্যোঽহং ভবন কলৌ।
ব্যাকুলাত্মা পদাব্জে তে শরণং রক্ষমাং প্রভো ॥ ৮৯ ॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে, জনম কতই গেছে মোর গৌর হরি।
এসেছি এবার প্রসাদে তোমার মনুষ্য শরীর ধরি ॥
ব্যাকুল অন্তরে ওপদ কমলে শরন লইনু আমি।
রক্ষরক্ষ মোরে এ ভব সাগরে অখিল ভুবন স্বামী ॥ ৮৯ ॥

কাতরং পতিতং শোচ্যং ত্রাহি মাং শ্রীশচীসুত।
সর্ব্বে প্রেমসুখে মগ্নাঃ বঞ্চিতং মাকুরু প্রভো ॥ ৯০ ॥

হে শচীদুলাল, দুর্দ্দশা আমার নহে তুয়া অগোচর।
কলুষ পতিত শোচ্য দশা মোর তাপ ত্রয়ে সকাতর ॥
এ ধরা মগণ তব প্রেম নীরে কেবল বঞ্চিত আমি।
ত্রাহি ত্রাহি পঁহু ছাড়ি হে ছলনা তুঁহি মো হৃদয় স্বামী ॥ ৯০ ॥

সর্ব্বেষাং পাপযুক্তানাং ত্রাতুং শক্তোঽন্য দৈবতঃ।
মমোদ্ধারে প্রভু গৌরো যতঃ পতিত পাবনঃ ॥ ৯১ ॥

হে গৌরসুন্দর তোমার সেবক যতেক অমর দল।
সর্ব্বজন পাপ করিতে হরন ধরে হে অতুল বল ॥

কিন্তু তাঁরা বঁধু তারিতে আমারে শকতি নাহিক ধরে।
এমতি নারকী বিষম পাতকী মুই হে অবনী পরে ॥
তারিবারে মোরে তুমি গুন মনি ধর হে কেবল বল।
পতিত পাবন তব নাম বলে তরিতেছে জীব দল ॥ ৯১ ॥

শ্রীগৌরচরন দ্বন্দেযাচেযাচে পুনঃ পুনঃ।
জীবনে মরনে বাপি তব রূপং বিচিন্তয়ে ॥ ৯২ ॥

হে গৌর সুন্দর চরনে তোমার এই মোর নিবেদন।
জীবনে ময়নে . তব রূপ রাশি করি যেন বিচিন্তন ॥ ৯২ ॥

কৃষ্ণত্ব দ্বাপরে শ্যামংকলৌ গৌরাঙ্গ বিগ্রহম্।
ধৃত্বাঽশেষ জনান্ প্রেমভক্তিং যচ্ছসি লীলয়া ॥ ৯৩ ॥

হে কৃষ্ণ সুন্দর রসিক শেখর অশেষ তুঁহার লীলা।
দ্বাপরে সে ধরি শ্যাম কলেবর কত রস প্রকাশিলা ॥
এই কলিযুগে ধরি হেমতনু পাতিলে প্রেমের মেলা।
শত শত জন প্রেমভক্তি ভরে, করিছে রসের খেলা ॥ ৯৩ ॥

যথেস্পিতং গৌর পদারবিন্দে, নিবেদিতং দেহ মনোবচোভিঃ।
সর্ব্বার্থ সিদ্ধিং কুরুমে কৃপালো, নিরন্তরং তে স্মৃতিরস্তু নিত্যা ॥ ৯৪ ॥

যখন যে ভাব উঠিল অন্তরে নদীয়া জীবন ধন।
তুয়া পাদপদ্মে, কায় মনোবাক্য করিলাম নিবেদন ॥
সর্ব্ব মনোরথ, করহ পূরণ, দয়াল গৌরাঙ্গ হরি।
এ মোর অন্তরে, ও চরণ স্মৃতি, নিরন্তর যেন ধরি ॥
এ ভীষণ ভব, পারাবারে বঁধু, তোমার সেবক সনে।
যাই যেন মুহি, এ জীবন অন্তে, এ প্রার্থনা ও চরনে ॥ ৯৪ ॥

স্বতন্ত্রস্থ প্রভোরেব লীলামনুজ বিগ্রহম।
ধৃত্বালোক পরিত্রানং কৃতবান হরিনামাভিঃ ॥ ৯৫ ॥

স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তুমি হে গৌরাঙ্গ, অখিল ভুবন গতি।
লীলা অনুরূপ, ধরি হে মূরতি, ফিরালে জীবের মতি ॥
হরে কৃষ্ণ নাম, জীবে করি দান, লইলে ভবের পারে।
তোমার মহিমা, অসীম অপার, বেদে হে করিতে নারে ॥৯৫॥

অনাথ বন্ধো করুনৈক সিন্ধো, সংসার বন্ধাৎ কুরুমাং বিমুক্তং।
ভ্রমামি তীর্থান তব নাম গানৈ, দৃষ্টা মহাত্মান্ হরিদেব রূপান্ ॥ ৯৬ ॥

হে অনাথ বন্ধু, করুনার সিন্ধু, পড়েছি বিষম ঘোরে।
সংসার বন্ধন, করি হে ছেদন, উদ্ধার করহ মোরে ॥
তব নাম গানে, হয়ে যেন ভোর, তীর্থ করি পর্যটন।
হরি সম রূপ, সাধুগনে সদা, করি মুহি দরশন ॥ ৯৬ ॥

যদুক্তং যৎকৃতং পূর্ব্বং যৎশ্রুতং যন্মেনাগতম্।
সর্ব্বং ক্ষমস্ব হে গৌরত্বৎ স্মৃতিঃ স্যাৎ সদা মম ॥ ৯৭ ॥

অজ্ঞান আঁধারে, পড়ি প্রান বঁধু, পূরবে বলেছি যাহা।
যে কাজ করেছি, যে কথা শুনেছি, ভেবেছি অন্তর মাহা ॥
সব অপরাধ, নিজ কৃপা গুনে, ক্ষমহ গৌরাঙ্গ হরি।
তবপদ স্মৃতি, রাখি হিয়া মাঝে, যাই যেন ভব তরি ॥ ৯৭ ॥

লজ্জাংত্যক্তাপদে যাচে ভক্তিং মাং প্রেম লক্ষণাম্।
দেহি গৌর কৃপাসিন্ধো ত্বদ্বিনা নাস্তি দুঃখহা ॥৯৮॥

লাজ পরিহরি, হে ভব কাণ্ডারী, মাগি তব শ্রীচরণে।
প্রেমের লক্ষণ, স্বরূপ ভকতি, দেহি এ পামর জনে ॥

ওহে কৃপাসিন্ধু, তো বিনা এ ভবে, কে আছে আমার আর।
মো দুঃখ নাশিতে, কেহ নহি পহুঁ, কর মোরে ভব পার ॥ ৯৮ ॥

অনেক জন্ম কৃতমজ্জনোঽব্ধৌ, সিদ্ধিং কুরুস্ব প্রভু গৌরচন্দ্র।
সমুজ্জ্বলাং তে পাদপদ্ম সেবাং, করোমি নিতং হরি কীর্ত্তনঞ্চ ॥ ৯৯ ॥

কত যে জনম, গেহ হে আমার, কতই জনম গেল।
এ ভব সাগরে, আমি মু মগন, উদ্ধার নাহিক ভেল ॥
দয়াল নামের, মহিমা এবার, করহ প্রচার নাথ।
ভবসিন্ধু হতে, উদ্ধারি আমারে, কর প্রভু আত্মসাথ ॥
তব পাদপদ্ম, সেবা সমুজ্জ্বল, করি যেন অনুক্ষণ।
সুধামাখা হরি, নাম সংকীর্ত্তনে, একান্ত মজাই মন ॥ ৯৯ ॥

ব্রজেন্দ্রানন্দনাভিন্নং গৌরাঙ্গত্বাং নিবেদয়ে।
কৃপাং কুরু দয়ানাথ সর্ব্ব সেবাং করোম্যহং ॥ ১০০ ॥

ব্রজেন্দ্র নন্দন, অভিন্ন তুমি হে, দয়াল গৌরাঙ্গ রায়।
সংসারের কীট, এ দীন জনের, নিবেদন তুয়া পায় ॥
মোরে কৃপা করি, করুনা জলধি, তারি মোরে এই বার।
বিচিঞ্চি বাঞ্ছিত, ও পদ সেবার, দেহি দেহি অধিকার ॥ ১০০ ॥

গীয়তে যে রতি ত্বেন চৈতন্য শতকমুদা।
যঃপঠেত শ্রূয়তে নিতং প্রাপ্তিস্যাৎ শ্রীশচীসুতে ॥

আপন শোধিতে, চৈতন্য শতক, কহিলাম রতি ভরে।
ইথে অপরাধ, না লইয়ে কেহ, মো অধমে কৃপা করে ॥
নিত্য যেই জন, করে ইহা পাঠ, নিত্য শুনে যেই কেহ।
শ্রীশচীনন্দন, চরণ কমলে, বসতি করে রে সেহ ॥

ইতি শ্রীশ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যেণ বিরচিতং শ্রীচৈতন্য
শতকম্ সমাপ্তম্ ।

ইতি শ্রীল সর্ব্বাভৌম ভট্টাচার্য্য কৃত শ্রীচৈতন্য শতক
নামক গ্রন্থ সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত বংশাবতংস শ্রীরাধিকা গোস্বামী প্রভুর আশ্রিত ভট্টপল্লী
নিবাসী শ্রীরামদয়াল ঘোষ কৃত সরল পদ্যানুবাদ সম্বলিত ।

চৈতন্যাব্দ—৪০৭, ভাটপাড়া

= সমাপ্ত =

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীঃ

১। শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য (পাঁচ টাকা)। ২। জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত (২০ টাকা)। ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন (কুড়ি টাকা)। ৪। গৌর ভক্তামৃত লহরী (১,২,৩ খণ্ড) ষাট টাকা (৪,৫,৬,৭ খণ্ড) ষাট টাকা, (৮, ৯ খণ্ড) চল্লিশ টাকা, ১০ খণ্ড (যন্ত্রস্থ)। ৫। রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশাবলী—১ম খণ্ড (পনের টাকা), ২য় খণ্ড (পাঁচ টাকা)। ৬। নিত্যানন্দ চরিতামৃত (কুড়ি টাকা)। ৭। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার (বার টাকা)। ৮। সীতা-দ্বৈততত্ত্ব নিরূপণ (চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা)। ৯। অভিরাম লীলামৃত (ত্রিশ টাকা)। ১০। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয় (দশ টাকা)। ১১। নিত্য ভজন পদ্ধতি (১, ২ খণ্ড) ত্রিশ টাকা। ১২। অনুরাগ-বল্লী (সাত টাকা)। ১৩। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যামচন্দ্রোদয় (পাঁচ টাকা)। ১৪। শ্যামানন্দ প্রকাশ (দশ টাকা)। ১৫। শ্রীশ্রীনিতাই অদ্বৈত পদ মাধুরী (বার টাকা)। ১৬। অভিরাম বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় (সাত টাকা)। ১৭। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ ১ম খণ্ড (নরহরি সরকারের পদাবলী) (কুড়ি টাকা) ২য় খণ্ড (গৌরলীলা, নরহরি চক্রবর্ত্তী পদাবলী) ষাট টাকা। ৩য় খণ্ড চল্লিশ টাকা ৪র্থ খণ্ড (যন্ত্রস্থ)। ১৮। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা (কুড়ি টাকা)।

সমগ্র প্রাচীন পদাবলী সাহিত্য গবেষণা প্রসূত
দুই শতাধিক পদকর্ত্তার বিরচিত পদাবলী
প্রচার মূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

* বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ *

পদাবলী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের এক গৌরব পূর্ণ অধ্যায়। আর এই সকল পদাবলী সাহিত্য গৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের অমর অবদান। শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস মাধুর্য্যকে সুললিত কবিত্বের ভাষায় মূল্যায়ন করে যে সকল পদাবলী রচিত হইয়াছিল ; তাহার রসাস্বাদন শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস মাধুর্য্যাস্বাদী ভক্ত বৃন্দের পরম ও চরম উপাদেয় বস্তু। পদাবলী সাহিত্যের বর্ণন যেন সাধক ও পাঠকবৃন্দকে শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস আস্বাদনের এক জীবন্ত রূপরেখা প্রদান করিয়াছে। রস শাস্ত্রের নিগুঢ় রস নির্যাসই পদাবলী সাহিত্য। সেই সকল দুঃস্প্রাপ্য পদ গুলি প্রাচীন পদাবলী সংকলন গ্রন্থাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া দুই শতাধিক পদকর্ত্তার জীবনী সহ তাহাদের রচিত শ্রীগৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী আলাদা ভাবে সন্নিবেশিত করিয়া ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের সূচনা ঘটিয়াছে। পত্রিকাকারে পাঁচ বর্ষকাল প্রকাশনা চলিতেছে। ইহার বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা। সুধী পাঠকবৃন্দ গ্রাহক হইয়া এই প্রচেষ্টার সুযোগ্য মূল্যায়ণের সহায়ক হউন।

॥ শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম ॥

জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট দর্শনে আসুন।
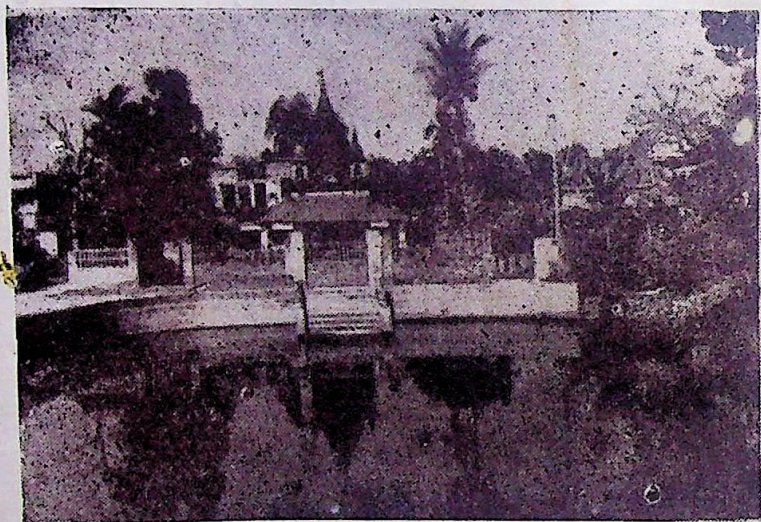
মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্যডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন।

পথনির্দ্দেশ—শিয়ালদা-রানাঘাট রেলপথে নৈহাটি কিংবা কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনে নামিয়া ৮৫নং বাসযোগে হালিসহর শ্রীচৈতন্যডোবা বাস ষ্টপেজে নামিবেন। বাসে শিয়ালদা-শ্যামবাজার-বারাকপুর হইতে ৮৫নং বাসরুটে এখানে আসা যায়।